অছিয়ত নামা

وصیت نامہ

মূল (ফার্সী) : শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

অছিয়ত নামা

মূল (ফার্সী) : শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

অছিয়ত নামা

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৮৬

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

وصيت نامه

تاليف : شاه ولي الله دهلوي

الترجمة البنغالية : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ

রবীউল আখের ১৪৪০ হি./পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/ডিসেম্বর ২০১৮ খৃ.

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

হাদিয়া

২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

Wasiatnama (Last Will) by **Shah Waliullah Dehlavi** (Persian) Translated into Bengali by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**, Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara (Aam chattar), Airport road, P.O. Sapura, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়		পৃষ্ঠা

১ম ভাগ

অছিয়ত নামা

২য় ভাগ

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

অনুবাদকের কথা

(كلمة المترجم)

১৯৮৯ সালের জানুয়ারীতে ‘অছিয়ত নামা’টি হাতে পাওয়ার দিন থেকেই এরাদা করেছিলাম যে, এটি অনুবাদ করে বাংলাভাষী ভাই-বোনদের উপহার দেব। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে এতদিন তা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ দিন পর সুযোগ পাওয়ায় সর্বাগ্রে আল্লাহ্র প্রতি প্রাণভরা শুকরিয়া আদায় করছি; *আল-হামদুলিল্লাহ*।

প্রত্যেক মানুষের ‘অছিয়ত’ তার জীবনের শেষকথা হিসাবে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এরপরেও যদি সেটি লিখিত হয়, তাহ’লে সেটি আরও গুরুত্ব পায় সুচিন্তিত হওয়ার কারণে।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) উপমহাদেশের হানাফী-আহলেহাদীছ সকল মুসলমানের নিকট সমানভাবে গ্রহণীয় একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হওয়া সকলের জন্য আবশ্যকীয়। সেকারণ আমরা তাঁর ‘অছিয়ত নামা’ অনুবাদের সাথে সাথে সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত করেছি। যা ইতিপূর্বে আমাদের ডক্টরেট থিসিসে পরিবেশিত হয়েছে। তবে এখানে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

আমরা মনে করি, শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ)-এর স্বলিখিত ‘অছিয়ত নামা’র মধ্যেই তাঁর সংস্কার আন্দোলনের রূপরেখা ফুটে উঠেছে। আশা করি তা সকল যুগের সংস্কারমনা পাঠকদের চিন্তার খোরাক হবে।

একজন মহান পূর্বসূরীর ‘অছিয়ত নামা’ অনুবাদ ও প্রকাশ করার তাওফীক প্রদান করায় মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি এবং প্রকাশক ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম জাযা প্রার্থনা করছি। পরিশেষে দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

নওদাপাড়া, রাজশাহী — বিনীত-
২৬ শে ডিসেম্বর ২০১৮ খৃ. বুধবার। — অনুবাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম ভাগ
অছিয়ত নামা

[আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর উপর ডক্টরেট থিসিসের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে ৫২ দিনের স্টাডি ট্যুরের এক পর্যায়ে ২.১.১৯৮৯ ইং তারিখে লাহোরের বিখ্যাত দারুদ দা'ওয়াতিস সালাফিইয়াহ লাইব্রেরী থেকে ফার্সী ভাষায় লিখিত ১০ পৃষ্ঠার এই দুর্লভ অছিয়তনামাটি মাননীয় অনুবাদক ফটোকপি করে আনেন। যা ১২৭৩ হি./১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের কানপুরে মুদ্রিত।-প্রকাশক]

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি প্রজ্ঞাসমূহ নিক্ষেপকারী ও অনুগ্রহসমূহ প্রবাহিতকারী। অতঃপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আরব ও আজমের নেতার উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর। যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার অধিকারী। অতঃপর আমি ফকীর অলিউল্লাহ (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন!) আমার সন্তানাদি ও বন্ধুদের প্রতি অছিয়ত স্বরূপ এই কথাগুলি বলছি। যার নাম আমি রেখেছি اَلْمَقَالَةُ الْوَضِيَّةُ فِي النَّصِيْحَةِ وَالْوَصِيَّةِ 'নছীহত ও অছিয়তের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বক্তব্য'। আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক! আর তিনিই সরল পথের প্রদর্শক।

১ম অছিয়ত :

এই ফকীরের প্রথম অছিয়ত এই যে, আক্বীদা ও আমলে কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর এবং এ দু'টির গবেষণায় রত থাক। প্রতিদিন এ দু'টির কিছু অংশ পাঠ কর। যদি পড়ার ক্ষমতা না রাখ, তাহ'লে দু'টি থেকে এক পৃষ্ঠা করে অনুবাদ শ্রবণ কর। আক্বীদার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের প্রথম যুগের বিদ্বানগণের মযহাব অবলম্বন কর। সেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান থেকে দূরে থাক, যেসব বিষয়ে তাঁরা অনুসন্ধান করেননি। জ্ঞানপূজারীদের ত্রুটিপূর্ণ সন্দেহ সমূহের দিকে ভ্রূক্ষেপ করো না। শাখা-

প্রশাখাগত বিষয়ে মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের অনুসরণ করবে। যারা ছিলেন ফিক্বহ ও হাদীছের মধ্যে সমন্বয়কারী। ব্যবহারিক প্রশাখাগত বিষয়গুলিকে সর্বদা কিতাব ও সুন্নাতের সম্মুখে পেশ করবে। যেটি তার অনুকূলে হবে, সেটি গ্রহণ করবে। নইলে পিছনে ফেলে দিবে। উম্মতের জন্য ইজতিহাদী বিষয় সমূহকে কিতাব ও সুন্নাতের সম্মুখে পেশ করা ব্যতীত কোন উপায় নেই। আর যেসব কাটমোল্লা ফক্বীহ (مُتَقَشِّفْ فقہاء) একজন আলেমের তাক্বলীদকে দলীল বানিয়ে নিয়েছে এবং সুন্নাতের অনুসন্ধান থেকে বিরত রয়েছে, তাদের কথা শুনবে না এবং তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। ওদের থেকে দূরে থেকেই আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধান করবে।

২য় অছিয়ত :

ন্যায় কাজে আদেশ-এর সীমারেখা সম্পর্কে এই ফকীরের অন্তরে যা নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা এই যে, ফরয সমূহ, কবীরা গোনাহ সমূহ এবং ইসলামের নিদর্শন সমূহের ব্যাপারে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ শক্তভাবে কর। যারা এসব বিষয়ে অলসতা দেখায়, তাদের সাথে উঠাবসা করো না। বরং তাদের শত্রু হয়ে যাও। পক্ষান্তরে ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ করে যেখানে পূর্বেকার ও পরবর্তী বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন, সে সকল বিষয়ে আদেশ-নিষেধে এতটুকুই যথেষ্ট যে, উক্ত বিষয়ে কেবল হাদীছ পৌঁছে দিতে হবে। চাপ সৃষ্টি করা ঠিক হবে না।

৩য় অছিয়ত :

এ যুগের মাশায়েখদের মধ্যে যারা নানাবিধ বিদ‘আতে লিপ্ত, তাদের হাতে কখনোই হাত রাখা যাবে না এবং তাদের নিকট বায়‘আত করা যাবে না। সাধারণ লোকদের ভক্তির বাড়াবাড়ি ও কারামত দেখে ধোঁকা খাওয়া যাবে না। কেননা সাধারণ লোকের অতিভক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেওয়াজের কারণে হয়ে থাকে। আর সত্যের বিপরীতে রেওয়াজের কোন মূল্য নেই। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এ যুগের কারামত ব্যবসায়ীরা তেলেসমাতি ও ভেল্কিবাজিকে ‘কারামত’ বলে মনে করে। এই সংক্ষিপ্ত কথার ব্যাখ্যা এই যে, অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিষয় হ’ল, মানুষের

Contents

মনের কথা জানা ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রকাশ পাওয়া। আর এই 'ইশরাফ' ও 'কাশফ' তথা মানুষের মনের কথা জানা ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রকাশ পাওয়ার বহু পদ্ধতি রয়েছে। যেগুলির মধ্যে গোপন ভেদ জানা (باب ضمير) নক্ষত্র বিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এটা বুঝে রেখ না যে, নক্ষত্র বিদ্যা মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঘর সমূহের সমতা (تسوية البيوت)-এর উপর নির্ভরশীল। আর জ্যোতির্বিদ্যার জন্য জন্মতারিখ ও সময় জানা আবশ্যক। কেননা আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, নক্ষত্র বিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তি যখন জেনে নেয় যে, দিনের সময় সমূহের মধ্যে এখন সময় কোন্টি, তখন সেখান থেকেই তার কল্পনা রাশিচক্রের (طالع) দিকে ফিরে যায়। অতঃপর সকল ঘর ও নক্ষত্রের ঠিকানা সমূহ তার সামনে এমনভাবে ভেসে ওঠে, যেন ঘরগুলির পৃষ্ঠা তার সামনে রাখা হয়েছে। একইভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তি যখন অন্তরে নির্দিষ্ট করে নেয় যে, আমার অমুক আঙ্গুলকে অমুক ঘুঁটি (شكل) এবং অমুক আঙ্গুলকে অমুক ঘুঁটি ধরে নেব, তখন জ্যোতিষীর কল্পনায় এসে যায়, এইসব ঘুঁটি থেকে কি সৃষ্টি হয়। এমনকি তার সামনে পুরা জন্মপঞ্জী এসে যায়। এর মধ্যে 'ভাগ্য গণনা বিদ্যা' অন্যতম। যা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত এবং এ শাস্ত্রটি খুবই বিস্তৃত। এটি কখনো জিনের উপস্থিতিতে ও কখনো অনুপস্থিতিতে হয়। এর মধ্যে 'জাদু বিদ্যা' অন্যতম। যা নক্ষত্রের শক্তিকে একভাবে বন্দী করে এবং সে এর মাধ্যমে 'ইশরাফ' তথা অন্যের মনের কথা জেনে নেয়। জাদু বিদ্যার মধ্যে 'যোগ সাধনা'ও অন্যতম। কোন কোন যোগ সাধকের মধ্যে 'ইশরাফ' ও 'কাশফ' তথা অন্যের মনের কথা জানার ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রকাশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে ভালভাবে জানতে চায়, সে যেন এসব বিষয়ের বই সমূহ অধ্যয়ন করে।

অন্যের কাজের উপর চাপ সৃষ্টি করা, ভয়াবহ আকৃতিতে নিজেকে প্রকাশ করা, অন্যের হৃদয়ে নিজের হৃদয়ের চাপ প্রয়োগ করা, টার্গেটকৃত ব্যক্তিকে অনুগত বানানো, এসবই প্রতারণামূলক (نیرنج) বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

এরূপ কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে, যা মানুষকে উক্ত স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কিন্তু এতে কল্যাণ-অকল্যাণ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, কবুল হওয়া বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। একইভাবে উপস্থিতগণের মধ্যে বেহুঁশী ('হাল') ও আকর্ষণ, অস্থিরতা ও আনন্দ সৃষ্টি করা কোন ব্যাপারই নয়। এসব অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল পশু প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করা। সেকারণ যার পশু প্রবৃত্তি যত বেশী শক্তিশালী, তার 'হাল'ও তেমনি জোশের হয়ে থাকে। অবশ্য এরূপ কাজ কখনো কোন সৎ লোক সৎ নিয়তে করে থাকে। যা এই কাজগুলিকে 'কারামত' বানিয়ে দেয় না। আর এটি গোপন নয়। আমরা বহু সরল প্রাণ লোককে দেখেছি যে, তারা যখন এইসব কাজ কোন শায়খের মধ্যে দেখে, তখন তারা সেটিকে 'কারামত' বলে নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করে নেয়।

এক্ষেত্রে করণীয় হ'ল এই যে, হাদীছের কিতাব সমূহ যেমন ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, সুনানে আবুদাঊদ ও তিরমিযী এবং হানাফী ও শাফেঈ ফিক্বহের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করা। আর প্রকাশ্য সুন্নাহ (ظاہر سنہ)-এর উপর আমল করা। অতঃপর যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হৃদয়ে সত্যিকারের আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন এবং তার রাস্তা অনুসন্ধানের আকাঙ্খা বিজয়ী হয়, তাহ'লে ইহসানের কিতাব সমূহ (کتاب عوارف) থেকে ছালাত-ছিয়াম ও যিকর-আযকার দিয়ে নিজের সময়গুলিকে আলোকিত করবে।[১] নকশবন্দী তরীকার পুস্তিকাসমূহ পথনির্দেশ নেওয়ার ব্যাপারে উপকারী।[২] এইসব

---

১. 'ইহসানের কিতাব' বলতে ইবাদতের কিতাব বুঝানো হয়েছে। যা পাঠ করলে আল্লাহ্র নৈকট্যে পৌঁছানো সহজ হয়।

২. ছাহাবী ও তাবেঈগণের স্বর্ণযুগের পর ভ্রষ্টতার যুগে কথিত ছূফী ও পীর-আউলিয়াদের মাধ্যমে যেসব মা'রেফতী তরীকা সমাজে চালু হয়েছে, সেগুলি কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া নামে প্রধান চারটি তরীকায় বিভক্ত। শেখ বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ বুখারী নকশবন্দী (৭১৮-৭৯১ হি.) তাঁর মুরীদানকে 'আল্লাহ' শব্দের নকশা লিখে দিতেন। যাতে তারা ধ্যানের মাধ্যমে এ নামের নকশা স্বীয় ক্বলবে প্রতিফলিত করতে পারে। 'নক্বশবন্দ' শব্দের অর্থ 'চিত্রকর'। এ তরীকার ছূফীরা আল্লাহ্র মহিমার চিত্র হৃদয়ে ধারণ করেন। এ অর্থে তাদের বলা হয় নকশবন্দী। এইসব তরীকার লোক ও তাদের বই পাঠ করা থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা তাতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সম্মুখে ওমর (রাঃ)-এর তওরাত পাঠ করাকে

Contents

বুযর্গগণ ইবাদত ও আযকার উভয় বিষয়ে এমন পথনির্দেশ দান করেছেন যে, কোন পীর-মুর্শিদের তালক্বীনের প্রয়োজন বাকী থাকে না।

যখন ইবাদতের জ্যোতি ও স্মরণ রাখার বিষয়টি হাছিল হয়ে যায়, তখন তার উপর নিয়মিত আমল করা উচিত। আর যদি এরি মধ্যে কোন বন্ধু মিলে যায়, যার সাহচর্য আকর্ষণের চাবি স্বরূপ হয় এবং তার সাহচর্যের প্রভাব লোকদের উপর পড়ে, তাহ'লে তার সাহচর্য গ্রহণ করবে। যতক্ষণ না উক্ত অবস্থা, স্বভাবে পরিণত হয়ে নিজের মধ্যে দৃঢ়তা লাভ করে। এরপর গৃহকোণে বসে যাবে এবং উক্ত স্বভাবগত ক্ষমতা রক্ষায় লিপ্ত হবে। এ যুগে এমন কেউ নেই যে সকল দিক দিয়ে পূর্ণতা রাখে, কেবল আল্লাহ যাকে চান তিনি ব্যতীত। যদি কেউ এক দিকে পূর্ণ হয়, তো অন্য দিকে সে শূন্য। অতএব যতটুকু পূর্ণতা মওজূদ আছে, সেটুকুই অর্জন করে নেওয়া উচিৎ এবং অন্য বিষয়গুলি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া আবশ্যক। خُذْ مَا صَفَا وَدَعْ مَا كَدُرَ 'তুমি স্বচ্ছটুকু গ্রহণ কর এবং ময়লাটুকু ছেড়ে দাও'।

ছূফীদের প্রতি সম্বন্ধ বড়ই গণীমতের। কিন্তু তাদের রীতিসমূহ ফালতু মাত্র। একথা অধিকাংশ লোকের মধ্যে বড়ই কষ্টদায়ক হবে। কিন্তু আমাকে একটি কাজের উপর আদেশ করা হয়েছে। আমাকে সে অনুযায়ী কথা বলতে হবে। কোন যায়েদ-ওমরের কথার উপর আবদ্ধ থাকা যাবে না।

৪র্থ অছিয়ত :

জানা উচিৎ যে, আমাদের ও এ যামানার মাশায়েখদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ছূফীমনস্ক লোকেরা বলে থাকেন যে, আসল উদ্দেশ্য হ'ল ফানা, বাক্বা, ইস্তিহলাক ও ইনসিলাখ (অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া, সেখানে স্থায়ী হওয়া, আত্মচেতনাকে ধ্বংস করা ও তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া)। আর জীবিকার বিষয়গুলি দেখা ও দৈহিক ইবাদতগুলি বজায় রাখা, যেগুলির বিষয়ে শরী'আত নির্দেশ দান করেছে। এগুলি কেবল এজন্য যে, সকলে উক্ত মূল উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। অতএব مَا لاَ

বরদাশত করেননি *(আহমাদ হা/১৫১৯৫; সনদ হাসান, ইরওয়া হা/১৫৮৯; মিশকাত হা/১৭৭)*।

يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكُ كُلُّهُ ‘যার সম্পূর্ণটা অর্জন করা সম্ভব নয়, তার সম্পূর্ণটা বর্জন করাও উচিৎ নয়’।

কালাম শাস্ত্রবিদগণ বলেন, যেটুকু শরী‘আতে এসেছে, এটুকু ব্যতীত কিছুই উদ্দেশ্য নয়। আর আমরা বলি যে, মানুষের বাহ্যিক আকৃতিকে সামনে রেখে শরী‘আত ব্যতীত অন্য কিছুই উদ্দেশ্য নয়। শরী‘আত প্রণেতা উক্ত মূল বিষয়কে (অর্থাৎ ফানা, বাক্বা ইত্যাদিকে) বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য বর্ণনা করেছেন।[৩]

এই সারকথার ব্যাখ্যা এই যে, মনুষ্য জাতিকে এভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তার মধ্যে ফেরেশতা শক্তি ও পশু শক্তি একত্রিত হয়েছে। তার সৌভাগ্য নির্ভর করে ফেরেশতা শক্তি বৃদ্ধি করার উপর। আর দুর্ভাগ্য নিহিত থাকে পশুশক্তি বৃদ্ধি করার উপর। সে এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, তার কর্মসমূহের চিত্র ও চরিত্রের রং সমূহ সে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নেয় ও তা নিজের অধিকারে রাখে। আর মৃত্যুর পর সেগুলি সে সাথে নিয়ে যায়; ঠিক সেইভাবে যেভাবে তার দেহ খাদ্যের প্রতিক্রিয়া সমূহ নিয়ে চলে এবং তার ফলে সে বদহযম, জ্বর ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া তার সৃষ্টি এমনভাবে হয়েছে যে, সে জান্নাতে (حظيرة القدس) ফেরেশতাদের সাথে মিলে সেখান থেকে ‘ইলহাম’ এবং ইলহামের মত কিছু হাছিল করে। অতঃপর যদি ঐ ফেরেশতাদের সাথে তার কিছু সম্পর্ক তৈরী হয়, তাহ’লে ইলহাম পাওয়ার কারণে সে খুশী ও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা লাভ করে। কিন্তু যদি তাদের থেকে ঘৃণার অবস্থায় থাকে, তাহ’লে সে সংকীর্ণতা ও কষ্টের মধ্যে থাকে। মোটকথা যেহেতু মানুষ ঐভাবেই অস্তিত্ব লাভ করেছে, সেহেতু যদি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হ’ত, তাহ’লে অধিকাংশ মানুষকে আত্মিক রোগ সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত করত। এজন্য আল্লাহ *সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা* স্রেফ নিজের অনুগ্রহ ও দয়ায় তাকে পরিচ্ছন্ন করেছেন এবং তার নাজাতের জন্য একটি রাস্তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর অদৃশ্য

---

৩. যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ *(মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২)*। যেটি কেবল বিশেষ মুত্তাক্বীরাই পারেন। তবে এর দ্বারা ফানা, বাক্বা ইত্যাদি নামে পৃথক কোন ইবাদতের তরীকা বুঝানো হয়নি।

যবানের মুখপাত্র হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-কে তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। যাতে নে‘মত পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষ সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য ছিল (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদত করা), সেটা পুনরায় তাদের হস্ত গত হয়। অতঃপর মানুষ তার বর্তমান আকৃতিতে বর্তমান ভাষা দিয়ে আল্লাহ তা‘আলার নিকট শরী‘আত প্রার্থনা করে। যেহেতু সমস্ত মানুষ একই আকৃতিতে সৃষ্ট, সেহেতু তার হুকুম সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য হয় এবং সকলের মধ্যে একই হুকুম জারী হয়। এতে কারু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কোন দখল নেই। ফানা, বাক্বা, ইস্তিহলাক প্রভৃতি, যা হয়ে থাকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি থেকে; তা এজন্য যে, কিছু কিছু মানুষ চূড়ান্ত উচ্চতা ও দুনিয়া ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ তাদেরকে তাদের রাস্তায় পৌঁছে দেন। এটি আল্লাহ্‌র অহি-র নির্দেশ নয়; বরং ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে। শরী‘আত প্রণেতার কালাম উক্ত অর্থ বহন করে না। না প্রকাশ্যে, না ইঙ্গিতে।

একটি দল উক্ত বিষয়গুলিকে শরী‘আত প্রণেতার কালাম বলে বুঝে রেখেছেন। যেমন কোন ব্যক্তি লায়লী-মজনুর কাহিনী শোনে। আর তার প্রতিটি কথাকে নিজের উপর চাপিয়ে নেয়। ঐ লোকদের পরিভাষায় একে ই‘তিবার (اِعتبار) অর্থাৎ ‘প্রভাব গ্রহণ করা’ বলা হয়।

মোটকথা ইনসিলাখ ও ইস্তিহলাক-এর বিষয়ে বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাওয়া এবং এতে যোগ্য-অযোগ্য যেকোন ব্যক্তির লিপ্ত হয়ে পড়া একটি দুরারোগ্য ব্যাধি (داء عُضال)।[৪] মিল্লাতে মুছত্বফাবিয়াহ্‌র মধ্যে যে

---

৪. এখানে কানাডার প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ‘ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি’র ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ কর্তৃক পরিবেশিত উর্দূ অনুবাদে অনুবাদকের পক্ষ থেকে যোগ করা হয়েছে, -اگرچہ بعض استعدادوں کی بنسبت انکی کچھ اصل ہے تاہم عوام کیلئے ایک لاعلاج مرض ہے ‘যদিও কোন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এটির কিছু ভিত্তি আছে, তথাপি সাধারণ লোকদের জন্য এটি একটি দুরারোগ্য ব্যাধি’। অথচ মূল লেখক এটি বলেননি। কারণ ইসলামী শরী‘আতে ইবাদতের যে বিধান রয়েছে, তা সবার ক্ষেত্রে সমান। সেগুলিতে ইনসিলাখ-ইস্তিহলাক প্রভৃতির কোন সুযোগ নেই। কেবলমাত্র ইত্তেবায়ে সুন্নাহ ও খুশূ-খুযূ ব্যতীত। একইভাবে তিনি ৭ম অছিয়তে শাদী সমূহের (شادیاں) অর্থ শাদীই লিখেছেন এবং

কেউ এগুলি মিটাতে চেষ্টা করবেন, আল্লাহ তার উপর রহম করবেন। যদিও অনেকে সত্তাগতভাবেই এর ক্ষমতা রাখেন। যাই হোক এ কথাগুলি এ যামানার অনেক ছূফীর নিকট কঠিন মনে হবে। কিন্তু আমাকে একটি কাজের আদেশ করা হয়েছে, সে মোতাবেক বলছি। যায়েদ-ওমরের সাথে আমার কোন কাজ নেই।

৫ম অছিয়ত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করা উচিত। তাদের মর্যাদা বর্ণনা ব্যতীত মুখ খোলা উচিৎ নয়। এ বিষয়ে দু'টি দল ভুল করেছে। একদল ধারণা করেছেন যে, তারা পরস্পরে পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তাদের মধ্যে কোনরূপ ঝগড়াই হয়নি। এটি স্রেফ ধারণা মাত্র। কেননা এ বিষয়ে মুতাওয়াতির তথা অবিরত ধারায় বর্ণিত হাদীছসমূহ সাক্ষী হিসাবে রয়েছে। যেগুলিকে অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় দল যখন তাদের দিকে ঝগড়ার কথাগুলি সম্পর্কিত দেখেছেন, তখন তাদের বিরুদ্ধে গালি-গালাজের যবান খুলে দিয়েছেন এবং ধ্বংসের ময়দানে পৌঁছে গিয়েছেন। এই ফকীরের অন্তরে একথা নিক্ষেপ করা হয়েছে যে, যদিও ছাহাবীগণ মা'ছূম বা নিষ্পাপ ছিলেন না এবং তাদের কাজ কোন কোন সাধারণ মানুষ থেকেও সম্ভব ছিল। যদি অন্যদের থেকে একাজ সংঘটিত হ'ত, তাহ'লে তারা নিন্দা-সমালোচনার শিকার হ'তেন। কিন্তু একটি কল্যাণের স্বার্থে তাঁদের ত্রুটি সমূহ বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতে আদিষ্ট হয়েছি এবং তাঁদের নিন্দা-সমালোচনা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, সেটি হ'ল এই যে, যদি তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার দরজা খুলে যায়, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে (হাদীছের) সকল বর্ণনাসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে। আর এই ছিন্ন হওয়ার মধ্যে উম্মতের বিপর্যয় নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে

বলেছেন, দুই শাদীর মধ্যে একটি হ'ল অলীমা ও একটি হ'ল আক্বীক্বা। অথচ এর অর্থ হবে দুই খুশীর মধ্যে। কারণ ফার্সীতে শাদী অর্থ খুশী ও আনন্দোৎসব। এই ভুলটি আরো তিনজন উর্দূ অনুবাদক করেছেন। এছাড়া অনেকে অনুবাদ ছেড়ে গেছেন। অনেকে মর্ম পরিবর্তন করেছেন। অনেকে কঠিন শব্দ বা বাক্য ঐভাবেই রেখে দিয়েছেন; যা দুঃখজনক।

যখন সকল ছাহাবী[৫] থেকে রেওয়ায়াত গ্রহণ করা হবে, তখন অধিকাংশ হাদীছ গ্রহণীয় (مستفيض) হয়ে যাবে এবং উম্মতের জন্য দলীলে পরিণত হবে। তাঁদের থেকে বর্ণনা সূত্রে কোনরূপ সমালোচনা তখন দোষের হবে না।

এই ফকীর রাসূল (ছাঃ)-এর সফলকাম রূহ-এর নিকট প্রশ্ন করেছিল যে, হুযূর শী'আদের বিষয়ে কি বলেন, যারা রাসূল পরিবারের প্রতি ভালোবাসার দাবীদার এবং ছাহাবীদের গালি-গালাজ করে? তখন হুযূর (ছাঃ) রূহানী কালামের একটি ধারার মাধ্যমে আমার আত্মায় নিক্ষেপ করেন যে, 'ওদের মাযহাব বাতিল। আর তাদের মাযহাব বাতিল হওয়াটা ইমামের কথা থেকেই জানা যায়'।

অতঃপর যখন ঐ অবস্থা থেকে আমার হুঁশ ফিরে আসে, তখনই আমি ইমামের কথাগুলি চিন্তা করি এবং বুঝতে পারি যে, তাদের পরিভাষায় ইমাম হ'লেন, مَعْصُوْمٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ مَنْصُوْبٌ لِلْخَلْقِ 'নিষ্পাপ; যার আনুগত্য করা ফরয এবং যিনি সৃষ্টিকুলের জন্য নিযুক্ত'। আর তার জন্য বাতেনী অহি সিদ্ধ মনে করা হয়। অতএব বাস্তবে এরা খতমে নবুঅতকে অস্বীকারকারী। যদিও তারা মুখে রাসূল (ছাঃ)-কে শেষনবী বলে। অতএব যেভাবে ছাহাবীগণ সম্পর্কে সুধারণা রাখা উচিৎ, একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গ সম্পর্কে সুধারণা রাখা উচিৎ। আর তাদের মধ্যেকার সৎকর্মশীলদের অধিক সম্মানের দ্বারা নির্দিষ্ট হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ। আর قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا 'আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর জন্য পৃথক পৃথক মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন' *(তালাক ৬৫/৩)*।

এই ফকীর এটা বুঝতে পেরেছে যে, বারোজন ইমাম (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হউন) পরস্পরে কোন না কোন সম্বন্ধে 'কুতুব' ছিলেন। আর তাছাউওফের রেওয়াজ তাদের গত হয়ে যাওয়ার পরে চালু হয়েছে।

---

৫. হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে 'সকল ছাহাবী ন্যায়নিষ্ঠ' *(সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী)*। তাঁদের থেকে যারা বর্ণনা করেন, সেইসব সনদে অনেক সময় সমালোচনা হয়। আর সেকারণেই হাদীছ ছহীহ-যঈফ হয়ে থাকে। এজন্য ছাহাবী দায়ী নন।

আক্বীদা ও শরী'আতে নবীর হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন স্থান থেকে নেওয়া যায় না। তাদের কুতুবিয়াত একটি বাতেনী বিষয়। শরী'আতের বাধ্যবাধকতার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আর তাদের প্রত্যেকের হুকুম ও ইশারা পরবর্তীর উপর কুতুবিয়াত হিসাবে নির্ণীত হয়। আর ইমামতের ইঙ্গিতও তাদের বর্ণনামতে উক্ত কুতুবিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। যে ব্যাপারে তারা তাদের কিছু খালেছ বন্ধুকে জানিয়ে দিতেন। অতঃপর কিছুদিন পর একটি গ্রুপ অধিক চিন্তা-ভাবনার সাথে কাজ করে এবং তাদের কথাগুলি অন্যভাবে ঢেলে সাজায়। আল্লাহ্র নিকটেই সকল সাহায্য প্রার্থনা।

৬ষ্ঠ অছিয়ত :

ইলম অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে, যা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সর্বপ্রথম ছরফ-নাহুর সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা পড়বে। ছাত্রের মেধা অনুপাতে প্রতিটি বিষয়ে তিন-তিনটি বা চার-চারটি পুস্তিকা পড়াবে। এরপর ইতিহাস অথবা নৈতিক ও ব্যবহারিক প্রজ্ঞা বিষয়ে (حکمت عملی) কোন বই, যা আরবী ভাষায় হবে, তা পড়াবে। এরি মধ্যে অভিধান পড়বে এবং কঠিন শব্দগুলি ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা অর্জন করবে। যখন আরবী ভাষায় দখল এসে যাবে, তখন 'মুওয়াত্ত্বা' হাদীছের কিতাব পড়বে, যা ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া মাছমূদী সূত্রে বর্ণিত। আর একে কখনোই বেকার ছেড়োনা। কেননা আসল ইলম হ'ল হাদীছ শিক্ষা করা। এই ইলম শিক্ষার মধ্যে বহু কল্যাণ রয়েছে। আমাদের হাদীছ সমূহের ধারাবাহিক শ্রবণ অর্জিত হয়েছে। অতঃপর কুরআন পড়াবে এমন পদ্ধতিতে যে, তা তাফসীর ও তরজমা ছাড়াই হবে। আর যেসব কথা কঠিন মনে হবে, সেসব স্থানে ইলমে নাহু ও শানে নুযূলে মনোযোগ দিবে এবং গবেষণা করবে। পাঠদান থেকে ফারেগ হয়ে পাঠদানের কায়দায় তাফসীরে জালালায়েন পড়বে। এই পদ্ধতিতে অনেক কল্যাণ অর্জিত হবে। এরপর এক সময় ছহীহ বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি হাদীছের কিতাব সমূহ এবং ফিক্বহ, আক্বায়েদ ও সুলূকের[৬] কিতাবসমূহ পড়বে। আর একটি সময় ইলমে মা'কূলাতের কিতাব, যেমন শরহ মোল্লা,

৬. তাছাউওফের পরিভাষায় 'সুলূক' হ'ল আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের পথ'।

Contents

কুৎবী প্রভৃতি কিতাব সহ যতদূর আল্লাহ চান অধ্যয়ন করবে। আর যদি সম্ভব হয় তাহ'লে একদিন মিশকাত ও পরের দিন অত পরিমাণ শরহ ত্বীবী পড়বে। এটা খুব উপকারী হবে।

৭ম অছিয়ত :

আমরা আরবী লোক। আমাদের বাপ-দাদারা মুসাফির অবস্থায় হিন্দুস্থানের মাটিতে এসেছিলেন। বংশগত ও ভাষাগত উভয় দিক দিয়ে আরবী হওয়ার গৌরব আমাদের রয়েছে। কারণ এ দু'টি সম্বন্ধ আমাদেরকে প্রথম ও শেষ যামানার শ্রেষ্ঠ মানুষ ও নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহ 'আলাইহে ওয়া সাল্লামের নৈকট্যের সম্মান দান করে। এই মহান নে'মতের শুকরিয়া এই যে, আমরা ইসলামী মর্যাদাকে ভুলবো না। যখন জিহাদের কারণে আরবরা আজমীদের (অনারবদের) দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে এই আশংকা সৃষ্টি হয় যে, এরা আজমীদের রীতি সমূহের অনুসারী হয়ে যাবে এবং আরবদের জীবনধারা ভুলে যাবে। সেকারণ তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ফরমান লিখে পাঠান। যেমন-

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يَقُولُ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، أَمَّا بَعْدُ : فَاتَّزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بِالْخِفَافِ وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلاَتِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ، وَتَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشِنُوا وَاخْلَوْلَقُوا وَاقْطَعُوا الرُّكُبَ وَانْزَوْا عَلَى الْخَيْلِ نَزْوًا وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ–

ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি ওছমান আন-নাহদীকে বলতে শুনেছি যে, আমরা যখন আযারবাইজানে ওতবা বিন ফারক্বাদ-এর নেতৃত্বে ছিলাম, তখন আমাদের নিকট খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর পত্র এল। যেখানে তিনি হাম্দ ও ছানার পর লিখেছেন, তোমরা লুঙ্গি ও চাদর পরো। জুতা পরো, মোযা ছাড়ো। পায়জামা ফেল। আর তোমাদের উপর

তোমাদের পিতা ইসমাঈলের পোষাক আবশ্যিক করে নাও। নিজেদেরকে বিলাসিতা ও আজমীদের অনুকরণ থেকে দূরে রাখো। রৌদ্রে থাকাকে আবশ্যিক করে নাও। কেননা এটি আরবদের জন্য গোসলখানা স্বরূপ। মা'দ (বিন 'আদনান)[৭] জাতির কষ্টকর রীতি-নীতির উপর কায়েম থাকো। মোটা ও পুরানো পোষাক পরিধান করো। উটগুলিকে কব্জায় রাখো। ঘোড়াগুলির উপর জোশ দিয়ে সওয়ার হও এবং নিশানা তাক করে তীর নিক্ষেপ কর'।[৮]

হিন্দুদের মন্দ রীতি সমূহের মধ্যে একটি এই যে, যখন কোন মহিলার স্বামী মারা যায়, তাকে তারা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার অনুমতি দেয় না। এ রীতি আরবদের মধ্যে কখনো নেই। না রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্বে, না তাঁর সময়ে, না তাঁর পরে। আল্লাহ তার উপর রহম করুন, যিনি এটি মিটিয়ে দিবেন। যদি সাধারণ লোকদের থেকে এটি মিটানো সম্ভব না হয়, তবে কমপক্ষে নিজ গোত্রের মধ্যে আরবদের এই রীতির প্রচলন অবশ্যই ঘটাবে। যদি সেটাও সম্ভব না হয়, তাহ'লে এই রীতিকে অবশ্যই মন্দ মনে করবে এবং অন্তর থেকে এর শত্রু হবে। কেননা এটি হ'ল নাহি 'আনিল মুনকার তথা অন্যায় কাজে নিষেধ করার সর্বনিম্ন স্তর।

আমাদের মন্দ রীতি সমূহের মধ্যে অন্যতম এই যে, স্ত্রীর মোহরানা খুব বেশী পরিমাণ ধার্য করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যার আবির্ভাবই ছিল দ্বীন ও দুনিয়ার চূড়ান্ত সম্মান, তিনি তাঁর পরিবার, যারা সব মানুষের চাইতে উত্তম মানুষ ছিলেন, তাদের মোহরানা সাড়ে ১২ উক্বিয়া নির্ধারণ করেছেন, যা ৫০০ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) হয়ে থাকে।

আমাদের মন্দ রীতি সমূহের মধ্যে আরেকটি হ'ল বিবাহে অতিরিক্ত খরচ করা এবং তাতে অনেক বাহুল্য রীতি পালন করা। খুশীর ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) দু'টি খুশী নির্ধারণ করেছেন। একটি অলীমার খুশী, অন্যটি আক্বীক্বার খুশী। কেবল এ দু'টিই গ্রহণ করা উচিত। এ ব্যতীত সবকিছু ত্যাগ করা উচিত। অথবা সেগুলির ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব না দেওয়া উচিত।

---

৭. মা'দ বিন 'আদনান হ'লেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উর্ধ্বতন ২১তম দাদা।-অনুবাদক।
৮. বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ হা/৩১১৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৪৫৪, সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী হা/২০২৩০, ১০/১৪ পৃ.; মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/২১৩।

Contents

আমাদের বদভ্যাস ও কুসংস্কার সমূহের মধ্যে রয়েছে শোক প্রকাশে সীমালংঘন করা। মৃত্যুর তৃতীয় দিনে কুলখানী, চল্লিশ দিনে চেহলাম, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক ফাতেহাখানী ইত্যাদি রেওয়াজসমূহের কোন নাম-গন্ধ আরবদের মধ্যে ছিল না। কল্যাণ এতেই রয়েছে যে, মাইয়েতের উত্তরাধিকারীদের প্রতি সমবেদনা ও শোক প্রকাশ তিন দিন পর্যন্ত হবে এবং তাদেরকে এক রাত ও একদিন খাওয়ানো ব্যতীত অন্য কোন রীতি পালন না করা। তিন দিনের পর গোত্রের সব মেয়েরা একত্রিত হবে এবং মাইয়েতের বাড়ীর মেয়েদের পোষাকে সুগন্ধি মাখাবে।[৯] আর মাইয়েতের স্ত্রী থাকলে ইদ্দতকাল (৪ মাস ১০ দিন) অতিক্রান্ত হওয়ার পর শোক পালন শেষ করবে।

আমাদের মধ্যে সৎ ও সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে আরবী ভাষা, ছরফ-নাহু ও সাহিত্যের কিতাবসমূহের সাথে সম্পর্ক তৈরী করে এবং হাদীছ ও কুরআন বুঝতে চেষ্টা করে। কাব্য বিদ্যা ও মা‘কুলাত তথা দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের ফার্সী-হিন্দী বইসমূহ এবং যেসব অপ্রয়োজনীয় বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে; আর বাদশাহদের ইতিহাস ও কাহিনীসমূহ এবং ছাহাবীদের ঝগড়ার বই সমূহ পাঠ করা, স্রেফ গোমরাহী আর গোমরাহী মাত্র।

যদি যামানার রীতি মোতাবেক অন্য বিদ্যাসমূহ শিখতে হয়, তাহ’লে কমপক্ষে এটি যরূরী যে, এগুলিকে স্রেফ দুনিয়াবী বিদ্যা বলে জানবে এবং এতে অসন্তুষ্ট থাকবে। সর্বদা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও লজ্জা অনুভব করবে।

আর আমাদের জন্য অবশ্যই যরূরী হ’ল, মহা সম্মানিত দুই হারামে গমন করবে এবং সেখানকার দরজা সমূহের উপর চেহারা রগড়াবে।[১০] এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের সৌভাগ্য এবং এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে আমাদের দুর্ভাগ্য।

---

৯. এটাও মন্দ রীতির অন্তর্ভুক্ত।

১০. সম্ভবতঃ এর দ্বারা মাননীয় লেখক হাজারে আসওয়াদ ও কা‘বাগৃহের দরজার নিম্নের চৌকাঠের মধ্যবর্তী স্থান ‘মুলতাযাম’-কে বুঝিয়েছেন। যেখানে দাঁড়িয়ে দো‘আ করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ যঈফ। যদিও অনেক ছাহাবী এটি করেছেন।

৮ম অছিয়ত :

হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلاَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ– 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈসা ইবনু মারিয়ামকে পাবে, সে যেন তাকে আমার পক্ষ হ'তে সালাম দেয়'।[১১]

এই ফকীর পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, যদি রূহুল্লাহ্-র যামানা পাই, তাহ'লে যে ব্যক্তি তাকে সবার আগে সালাম পৌঁছাবে, সে ব্যক্তি আমি হব'। আর যদি আমি তাকে না পাই, তবে আমার সন্তানদের ও আমার অনুসারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁর সেই আনন্দময় পবিত্র যামানা পাবে, তাঁকে সালাম পৌঁছানোর জন্য পূর্ণ চেষ্টা চালাবে। যাতে মুহাম্মাদী সেনাবাহিনীর শেষ কাতারে শামিল হ'তে পারি।

وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

(হেদায়াতের অনুসারী ব্যক্তিদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক!)

*****

১১. হাকেম, আল-মুসতাদরাক হা/৮৬৩৫; ছহীহাহ হা/২৩০৮।

২য় ভাগ

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)-এর জীবনী

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)
(১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.)

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের পূর্ব থেকেই রাজধানী দিল্লীসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা এক নাযুক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। ইসলামের কেবল নাম বাকী ছিল। কুরআনের তরজমা নিষিদ্ধ ছিল। ইল্‌মে হাদীছের চর্চা বন্ধ ছিল। দরবারী আলেমদের চালুকৃত ফৎওয়ার বিরোধিতা করা রীতিমত দুঃসাহসের ব্যাপার ছিল। খানক্বাহ ও দরগাহের বিদ‘আতী পীরদের আশীর্বাদ-অভিশাপই যেন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিল। জ্যোতিষীর গণনা ছাড়া রাজা-বাদশারাও বড় কোন কাজে হাত দিতেন না। তাছাউওফের নামে শতাধিক দল, দেহতত্ত্বের নামে প্রায় অর্ধশত দল এবং নবাবিস্কৃত হাকীকত, তরীকত ও মা‘রেফাতের ধূম্রজালে শরী‘আতের স্বচ্ছ আলো থেকে মানুষ বঞ্চিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য প্রায় মুছে গিয়েছিল। সংস্কারের যে বীজ শায়খ আহমাদ সারহিন্দী (৯৭১-১০৩৪ হি./১৫৬৪-১৬২৪ খৃ.) বপন করেছিলেন, শতবর্ষের ব্যবধানে তা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। সম্রাটের প্রাসাদ হ’তে গরীবের পর্ণকুটীর পর্যন্ত বিস্তৃত কুসংস্কারের মূল উৎপাটনের জন্য সমগ্র সমাজ একজন দূরদর্শী চিন্তানায়ক ও সমাজবিপ্লবী ব্যক্তিত্বের আগমনের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে ‘ফাতাওয়া আলমগীরী’র অন্যতম সংকলক ও দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আব্দুর রহীমের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন অষ্টাদশ শতকে হিন্দ উপমহাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের নবতর প্রেরণা সৃষ্টিকারী ও আধুনিক যুগের অগ্রনায়ক কুতুবুদ্দীন আহমাদ বিন আব্দুর রহীম ফারূকী ওরফে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.)। পরবর্তীতে তাঁর স্বনামধন্য পৌত্র শাহ ইসমাঈল বিন শাহ আব্দুল গণী বিন শাহ অলিউল্লাহ (১১৯৩-১২৪৬ হি./১৭৭৯-১৮৩১ খৃ.) পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে যা একটি ব্যাপক সামাজিক বিপ্লবের রূপ নেয় এবং উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি করে।

শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ)-এর বংশতালিকা :

শাহ অলিউল্লাহ আহমাদ বিন **(২)** আব্দুর রহীম বিন **(৩)** শহীদ অজীহুদ্দীন বিন **(৪)** মু'আয্যাম বিন **(৫)** আহমাদ বিন **(৬)** মুহাম্মাদ বিন **(৭)** ক্বাউওয়ামুদ্দীন ওরফে ক্বাযী ক্বাযেন (*قاذن*) বিন **(৮)** ক্বাসেম বিন **(৯)** ক্বাযী কবীরুদ্দীন ওরফে ক্বাযী বুধ বিন **(১০)** আব্দুল মালেক বিন **(১১)** কুতুবুদ্দীন বিন **(১২)** কামালুদ্দীন বিন **(১৩)** শামসুদ্দীন মুফতী বিন **(১৪)** শের মালেক বিন **(১৫)** মুহাম্মাদ আব্দে মালেক বিন **(১৬)** ফৎহ মালেক বিন **(১৭)** মুহাম্মাদ ওমর হাকেম মালেক বিন **(১৮)** আদেল মালেক বিন **(১৯)** ফারূক বিন **(২০)** বারজীস বিন **(২১)** আহমাদ বিন **(২২)** মুহাম্মাদ শাহ্রিয়ার বিন **(২৩)** ওছমান বিন **(২৪)** হামান বিন **(২৫)** হুমায়ূন বিন **(২৬)** কুরাইশ বিন **(২৭)** সুলায়মান বিন **(২৮)** আফ্ফান বিন **(২৯)** আব্দুল্লাহ বিন **(৩০)** মুহাম্মাদ বিন **(৩১)** আব্দুল্লাহ বিন **(৩২)** ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম)। এই বংশের শায়খ শামসুদ্দীন মুফতী সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানে আসেন এবং 'রুহতাক' (*رُهتک*) শহরে একটি মাদ্রাসা কায়েম করেন। পরে তিনি সেখানে শহরের মুফতী নিযুক্ত হন। ক্বাযী ক্বাযেন পর্যন্ত এই পদ তাঁর বংশেই নির্ধারিত ছিল *(তারাজিম পৃ. ৪০)*।

অলিউল্লাহ পরিবার :

'অলিউল্লাহ পরিবার' (*خاندان ولی اللہ*) বলতে উক্ত পরিবারের ১২জন শ্রেষ্ঠ বিদ্বানকে বুঝানো হয় (وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، المائدة ١٢) শাহ **১.** অলিউল্লাহ আহমাদ বিন আব্দুর রহীম (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-৬২ খৃ.) **২.** ঐ চারপুত্র : শাহ আব্দুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯ হি./১৭৪৭-১৮২৪ খৃ.) **৩.** শাহ রফীউদ্দীন (১১৬২-১২৩৩ হি./১৭৫০-১৮১৮ খৃ.) **৪.** শাহ আব্দুল কাদের (১১৬৭-১২৫৩ হি./১৭৫৫-১৮৩৮ খৃ.) **৫.** শাহ আব্দুল গণী (১১৭০-১২২৭ হি./১৭৫৮-১৮১২ খৃ.) **৬.** অলিউল্লাহ পৌত্র শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল বিন শাহ আব্দুল গণী (১১৯৩-১২৪৬ হি./১৭৭৯-১৮৩১ খৃ.)

পবিত্র কুরআন ও ত্রিশ হাযার হাদীছের হাফেয এবং বালাকোটের শহীদ। **৭.** শাহ আব্দুল আযীযের জামাতা শাহ আব্দুল হাই বিন হেবাতুল্লাহ বিন নূরুল্লাহ বড়্ঢানভী (মৃ. ১২৪৩ হি./১৮২৮ খৃ.) দিল্লীর অন্যতম সেরা এই বিদ্বান শাহ ইসমাঈল-এর সাথে একই দিনে সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর হাতে জিহাদের বায়‘আত গ্রহণ করেন ও সীমান্তের পাঞ্জতার ঘাঁটিতে অর্শ রোগে মৃত্যু বরণ করেন। শাহ ইসমাঈল নিজ হাতে তাঁকে গোসল ও কাফন-দাফন করান। **৮.** অলিউল্লাহ পৌত্র শাহ মাখছূছুল্লাহ বিন শাহ রফীউদ্দীন (মৃ. ১২৭৩ হি./১৮৫৭ খৃ.) **৯.** শাহ আব্দুল আযীযের দৌহিত্র শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক ‘মুহাজিরে মাক্কী’ বিন মুহাম্মাদ ইয়াকুব ‘মুহাজিরে মাক্কী’ বিন মুহাম্মাদ আফযাল ফারূকী (১১৯২-১২৬২ হি./১৭৭৮-১৮৪৬ খৃ.) **১০.** ঐ ছোট ভাই, শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব ‘মুহাজিরে মাক্কী (মৃ. ১২০০-১২৮৩ হি./১৭৮৫-৬৭ খৃ.) **১১.** মোল্লা আব্দুল কাইয়ূম বিন শাহ আব্দুল হাই বড়্ঢানভী (মৃ. ১২৯৯ হি./১৮৮২ খৃ.)। মক্কা শরীফে শাহ মুহাম্মাদ ইসহাকের নিকট লালিত পালিত হন এবং তাঁরই খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন। ভূপালের রাণীর আমন্ত্রণে তিনি শেষ জীবনে ভূপালে ফিরে আসেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। **১২.** শাহ মুহাম্মাদ ওমর (জন্ম ও মৃত্যু সন জানা যায়নি)। ইনি শাহ ইসমাঈল শহীদের একমাত্র পুত্র ও শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক-এর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। যবরদস্ত আবেদ ও যাহেদ আলেম ছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ বার বার আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রকাশ থাকে যে, শাহ অলিউল্লাহ-এর ৩১তম ঊর্ধতন পুরুষ ছিলেন খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)।[১২]

অলিউল্লাহ পরিবার সম্পর্কে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩৭০ হি./১৮৩৩-১৮৯০ খৃ.) মন্তব্য করেন, وكُلُّهم كانوا عُلَماءَ نُجَباءَ

---

১২. গোলাম রাসূল মেহের (১৩১৩-১৩৯১ হি./১৮৯৫-১৯৭১ খৃ.), ‘জামা‘আতে মুজাহেদীন’ (লাহোর, পাকিস্তান : গোলাম আলী এণ্ড সন্স, তাবি) পৃ.; আবু ইয়াহইয়া ইমাম খান নওশাহ্রাবী (১৩০৭-১৩৮৫ হি./১৮৯০-১৯৬৬ খৃ.), ‘তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ’ (লায়ালপুর, পাকিস্তান : ২য় মুদ্রণ, ১৩৯১ হি./১৯৮১ খৃ.) ৩৭ পৃ.।

حُكَماءَ فُقَهاءَ كأَسْلافِهِمْ وأَعْمامِهِمْ، كَيفَ؟ وهُمْ مِنْ بَيتِ العِلْمِ الشَّرِيفِ والنَّسَبِ الفاروقِيِّ الْمُنِيفِ– (أبجد العلوم للنواب)– *(তারাজিম পৃ. ৩৫, ৪৪)*।

'তাদের সকলে ছিলেন তাদের পূর্ব পুরুষ ও চাচাদের ন্যায় বিদ্বান, উচ্চ সম্মানিত, প্রজ্ঞাবান ও ফক্বীহ। কেন সেটা? তারা ছিলেন উজ্জ্বল ইলমী পরিবারের সন্তান এবং পবিত্র ফারূক্বী বংশের উত্তরসূরী' *(আবজাদুল উলূম)*। শাহ অলিউল্লাহ সম্পর্কে খ্যাতনামা অন্ধ আরবী কবি আবুল 'আলা আল-মা'আররী (৩৬৩-৪৪৯ হি.)-এর নিম্নোক্ত কবিতাংশটি প্রযোজ্য হ'তে পারে-

وَإِنِّي وَإِنْ كُنْتُ الْأَخِيرَ زَمَانُهُ + لَآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الْأَوَائِلُ

'যদিও আমি সময়ের হিসাবে শেষে এসেছি, তথাপি আমি এমন কিছু নিয়ে এসেছি, যা পূর্বসূরীগণ আনতে সক্ষম হননি'।

শাহ অলিউল্লাহ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

নিঃসন্তান পিতা আল্লামা শাহ আব্দুর রহীম-এর ৬০ বৎসর বয়স পার হবার পরে নব পরিণীতা দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে শাহ অলিউল্লাহ, আহলুল্লাহ ও হাবীবুল্লাহ নামে পর পর তিনটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। ৭ বৎসর বয়সে শাহ অলিউল্লাহ পবিত্র কুরআনের হাফেয হন। ১০ বৎসর বয়সে 'শরহ জামী' শেষ করে পিতার নিকটে ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, তাফসীর বায়যাভী, আক্বায়েদ, মানতিক, মিশকাত ও অন্যান্য কিতাব সমূহ পড়তে শুরু করেন। এই সময় তাঁর অন্যান্য ওস্তাদগণের মধ্যে মুহাম্মাদ আফযাল শিয়ালকোটি, অফ্দুল্লাহ মাক্কী, তাজুদ্দীন মাক্কী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১১৪৩ হিজরীতে তিনি মদীনা শরীফ গমন করেন এবং শায়খ আবু তাহের কুর্দী (মৃ. ১১৪৫ হি.)-এর নিকটে ছহীহ বুখারীর পাঠ শুরু করেন। একই সময়ে তিনি তাঁর নিকট থেকে অন্যান্য হাদীছের পাঠ দানের ও সনদ প্রদানের অনুমতি লাভ করেন। ওস্তাদ প্রায়ই বলতেন, 'অলিউল্লাহ আমার নিকট থেকে শব্দের সনদ নিচ্ছে, আর আমি তার নিকট থেকে মর্মের সনদ নিচ্ছি'।

১৫ বছর বয়স থেকে বুযর্গ পিতা তাঁকে আধ্যাত্মিকতার সবক দিতে শুরু করেন এবং ১৭ বৎসর বয়সে তাঁকে 'বায়'আত' গ্রহণের অনুমতি দেন। সে বছরেই তিনি ইন্তেকাল করলে শাহ অলিউল্লাহ আমৃত্যু উক্ত 'বায়'আত ও ইরশাদ'-এর আসন অলংকৃত করেন।

বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি :

১৪ বছর বয়সে তিনি বিবাহ করেন এবং প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে 'মুহাম্মাদ' নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। যেকারণে তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম হয় 'আবু মুহাম্মাদ'। শাহ ছাহেব তাঁর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তিকা লেখেন। তিনি শামায়েলে তিরমিযীর দরসে বৈমাত্রেয় ভাই শাহ আব্দুল আযীযের সহপাঠি ছিলেন। শাহ ছাহেবের মৃত্যুর পর তিনি 'বডঢানা' চলে যান এবং আমৃত্যু সেখানে কাটিয়ে দুই পুত্র সন্তান রেখে ১২০৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর শাহ ছাহেব পুনরায় বিবাহ করেন এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে পরপর চারটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যারা পরবর্তীতে ভারতে ইসলামী সংস্কার আন্দোলনে 'আরকানে আরবা'আহ' (أرکان أربعہ) বা 'চারটি স্তম্ভ' নামে অভিহিত হন। তাঁরা হ'লেন শাহ আব্দুল আযীয, শাহ রফীউদ্দীন, শাহ আব্দুল ক্বাদের ও শাহ আব্দুল গণী। এতদ্ব্যতীত 'আমাতুল আযীয' নামে একটি কন্যা সন্তান ছিল।[১৩]

ইসলামী পুনর্জাগরণে অলিউল্লাহ্র অবদান

১. ইলমে তাফসীর :

কুরআনের শিক্ষাকে সকলের সহজবোধ্য করার জন্য কুরআন বুঝার পদ্ধতি বিষয়ে বই লেখেন ও ফার্সীতে কুরআনের তরজমা প্রকাশ করেন। এটাকে

১৩. আবুল হাসান আলী নাদভী (১৯১৪-১৯৯৯ খৃ.), তারীখে দা'ওয়াত ওয়া আযীমাত (করাচী : মাজলিসে নাশরিয়াতিল ইসলাম), ৮৮-৮৯ পৃ.; মাস্টার্স থিসিস, মিনা মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহহাব আল-বাত্বশ, জুহূদুল ইমাম আহমাদ বিন আব্দুর রহীম শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) ফী নাশরে আক্বীদাতিস সালাফ (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, গাযা, ফিলিস্তীন ১৪৩৫ হি./২০১৪ খৃ.) ১১-১২ পৃ.।

অপরাধ গণ্য করে দিল্লীর আলেম সমাজ তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।[১৪]

একদিন শাহ ছাহেব দিল্লীর ফতেহপুরী জামে মসজিদে আছরের ছালাত আদায় করেন। কিন্তু সালাম ফিরানোর পর তিনি দরজায় হট্টগোল শুনতে পান। তাদের কুমতলব বুঝতে পেরে তিনি বলেন, তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও কেন? তারা বলল, কুরআনের তরজমা করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আমাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এতে আমাদের ও আমাদের পরবর্তী বংশধরগণের মর্যাদা বরবাদ করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার এই অমূল্য নে'মত কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তারা হামলা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু শাহ ছাহেবের স্বল্প সংখ্যক খাদেমের হাতে তরবারি দেখতে পেয়ে তারা দৌড়ে পালিয়ে যায়। অতঃপর তিনি নিরাপদে বাড়ীতে পৌঁছে যান' *(মির্যা হায়রাত দেহলভী, হায়াতে অলী ৩২১ পৃ.)*। ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (১২৮৯-১৩৬৩ হি.) বলেন, এটি মূলতঃ দিল্লীর শী'আ শাসক নাজাফ আলী খানের চক্রান্ত ছিল। যিনি ইতিপূর্বে শাহ ছাহেবকে নির্যাতন করেন। যাতে তিনি কোন কিছু লিখতে না পারেন। নইলে তাঁর পূর্বে হিন্দুস্থানে সর্বপ্রথম মালেকুল ওলামা শিহাবুদ্দীন হিন্দী দৌলতাবাদী (মৃ. ৮৪৯ হি.) স্বীয় তাফসীর 'বাহরে মাওয়াজ' (بحر مواج)-এর মধ্যে পবিত্র কুরআনের ফার্সী অনুবাদ করেন। যার ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়।[১৫]

২. ইলমে হাদীছ :

তখনকার সময়ে সরকারীভাবে কাযী ও মুফতী নিযুক্ত হওয়ার জন্য ফিক্বহ ও মা'কূলাতের ইল্মে পারদর্শী হওয়া যরূরী ছিল। সেকারণ ইল্মে হাদীছ ও ইল্মে তাফসীরের দিকে বাড়তি মনোযোগ দেওয়ার ফুরছত কারু ছিলনা। শাহ অলিউল্লাহ মাদরাসা রহীমিয়াহ্তে ইল্মে কুরআন ও ইল্মে

---

১৪. আবু ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান নওশাহ্রাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (লায়ালপুর-পাকিস্তান : জামে'আ সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৯১ হি./১৯৮১ খৃ.) পৃ. ৬৬।

১৫. ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী, শাহ অলিউল্লাহ আওর উনকী সিয়াসী তাহরীক' (লাহোর : ১ম প্রকাশ ১৯৪২ খৃ.) ৩৫-৩৬ পৃ.।

হাদীছের নিয়মিত দরস শুরু করেন। তিনি (১) হাদীছের যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী নিয়মনীতি প্রণয়ন করেন। যার ফলে মাসায়েল খুঁজে বের করতে সুবিধা হয়। এ ব্যাপারে তিনি ‘সনদকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেন ও সে অনুযায়ী হাদীছ গ্রন্থসমূহের স্তর বিন্যাস করেন’। এর ফলে ছহীহ হাদীছ হ’তে সমাধান পাওয়া সহজতর হয়। (২) তিনি সবসময় হাদীছের সূক্ষ্ম তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতেন। ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ’-র ছত্রে ছত্রে যার প্রমাণ মেলে। এর ফলে হাদীছের প্রতি জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। (৩) যে সকল হাদীছ বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী মনে হ’ত, শাহ ছাহেব সেগুলির মধ্যে এমন সুন্দরভাবে সমন্বয় সাধন করতেন যে, কোন বিরোধ বাকী থাকত না। ‘ইযালাতুল খাফা’ প্রভৃতি গ্রন্থে যার প্রমাণ মেলে। এর ফলে হাদীছ সম্পর্কে উত্থাপিত অহেতুক সন্দেহবাদ দূর হয়।

৩. তাছাউওফের খিদমত :

শরী‘আত ও তরীকতের মধ্যে প্রচলিত দ্বৈত চিন্তাধারার অবসান ঘটানোর জন্য শাহ ছাহেব সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নিয়ে ‘লত্বীফায়ে জাওয়ারিহ’ (لطیفۂ جوارح) বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লতীফা নামে প্রচলিত জ্ঞানের, আত্মার ও নফসের লতীফার সাথে চতুর্থ আরেকটি লতীফার প্রস্তাব রাখেন। কারণ শাহ ছাহেব প্রচলিত ছূফীবাদের ধারণা অনুযায়ী মানুষকে যাহেরী ও বাতেনী দ্বৈতশক্তির পৃথক সত্তাধিকারী বিবেচনা করতেন না। বরং তিনি মানবদেহের সকল শক্তির পারস্পরিক ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। মৃত্যুমুখে পতিত একটি বৃদ্ধ উটের উদাহরণ দিয়ে শাহ ছাহেব বলেন, শরী‘আত কোন ব্যক্তির আমলের হিসাব অতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করবে, যতক্ষণ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা ‘লতীফায়ে জাওয়ারিহ’ চালু থাকবে। যেমন উক্ত উটের সকল লতীফা অতক্ষণ পর্যন্ত চালু ছিল, যতক্ষণ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লতীফাটি চালু ছিল।[১৬] শাহ ছাহেবের এই প্রচেষ্টার ফলে শরী‘আতের আলেম ও মা‘রেফাতের পীর-আউলিয়াদের মধ্যকার দূরত্ব অনেকটা কমে আসে।

---

১৬. শাহ অলিউল্লাহ প্রণীত ‘আলত্বাফুল কুদ্‌স’-এর বরাতে ঐ প্রণীত ‘সাত্ব‘আত’-এর উর্দূ অনুবাদের ভূমিকা, পৃ. ২২।

৪. অলিউল্লাহ্র রাজনৈতিক দর্শন :

শাহ অলিউল্লাহ জাতি ও সমাজকে একটি ব্যক্তিসত্তা হিসাবে কল্পনা করেন। যা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়। দেহের কোন একটি অংশে রোগের সংক্রমণ হ'লে যেমন সমস্ত দেহ রোগাক্রান্ত হয়, তেমনিভাবে সমাজের কোন সদস্যের অন্যায়াচরণের ফলে সমাজদেহ সংক্রমিত হয়। অতএব সমাজদেহকে সুস্থ রাখার জন্য সমাজের জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য হ'তে সৎ ও আমানতদার একজনকে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল নিয়োগ করতে হবে, যিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হবেন। সুষ্ঠু নীতিমালার ভিত্তিতে তিনি সমাজ শাসন ও পরিচালনা করবেন। এব্যাপারে শাহ ছাহেব কুরআনকে মূল হেদায়াত হিসাবে গণ্য করে ইল্‌মে হাদীছ, ইজমা ও বিগত মুজতাহিদগণের উক্তি সমূহকে সামনে রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। তৎকালীন দিল্লীর ঘুণে ধরা মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন 'ফুক্কা কুল্লা নিযাম' (فُكَّ كُلَّ نِظَامٍ) 'সকল বিধান বাতিল কর'।[১৭] দূরদর্শী চিন্তানায়ক হিসাবে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে মুসলমানদের বিদায় ঘণ্টা শুনতে পেয়েছিলেন। মারাঠাদের বাড়াবাড়ি চরমে উঠলে তিনি ইরানের দুর্ধর্ষ শাসক নাদির শাহের (১৭৩২-১৭৪৭ খৃ.) খ্যাতনামা সেনাপতি আফগান বীর আহমাদ শাহ আব্দালীকে (১৭৪৮-১৭৬৭ খৃ.) ডেকে এনে তাদেরকে উৎখাত করেন। অতঃপর আপামর মুসলিম জনসাধারণকে তিনি জিহাদের পথে উদ্বুদ্ধ করেন। 'হুজ্জাতুল্লাহ্'র ২য় খণ্ডে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, মুসলমানদের মধ্যে যতদিন জিহাদের জায্বা ছিল, ততদিন তারা সকল ক্ষেত্রে বিজয়ী ছিল। কিন্তু যখন থেকে এই জায্বা স্তিমিত হয়েছে, তখন থেকে তারা সর্বত্র লজ্জিত ও ধিকৃত হচ্ছে'।[১৮] শিরক ও বিদ'আতে

---

১৭. ফুয়ূযুল হারামাইন পৃ. ৮৯।

১৮. সাত্ব'আত-এর ভূমিকা, গৃহীত : খালীক্ব আহমাদ নিযামী, 'শাহ অলিউল্লাহ কে সিয়াসী মাকতূবাত' পৃ. ৩৪-৩৭; আহমাদ শাহ আব্দালী বিভিন্ন কারণে মোট নয়বার ভারত অভিযান করেন এবং ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারীতে পানিপথের ৩য় যুদ্ধে তিনি সম্মিলিত মারাঠা শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করেন (ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান, ভারতবর্ষের

আচ্ছন্ন এবং স্রোতে ভেসে চলা মুসলিম সমাজকে মূল তাওহীদী আক্বীদায় ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করেছেন। সকল ফিক্বহী কুটতর্ক ও ঝগড়া পরিহার করে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা অবনত মস্তকে মেনে নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ সমাজশক্তিতে পরিণত করার জন্য নিরলস লেখনী পরিচালনা করেছেন। সাথে সাথে দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়াতে ইল্ম ও আমলের বাস্তব নমুনা হিসাবে যেসব মর্দে মুজাহিদ তৈরী হয়েছিল,[১৯] তাদেরই বিপ্লবী উত্তরসূরীগণ পরবর্তীতে 'দাওয়াত ও জিহাদের' কর্মসূচী নিয়ে বালাকোট, মুল্কা, সিত্তানা, আসমাস্ত, চামারকান্দ, বাঁশের কেল্লার রক্ত রঞ্জিত জিহাদী ইতিহাস সৃষ্টি করেন। যার বাস্তব ফলশ্রুতিই হ'ল বর্তমানে উপমহাদেশের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলি। এক্ষণে বাকী রয়েছে কেবল অলিউল্লাহ দর্শনের প্রধান অংশ 'সকল ব্যবস্থার উৎসাদন এবং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন'। যা 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র মূল লক্ষ্য।[২০]

শাহ ছাহেবের মৃত্যুর পরে তাঁর স্বনামধন্য চার পুত্র শাহ আব্দুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪ খৃ.), শাহ রফীউদ্দীন (১১৬২-১২৩৩/

ইতিহাস (ঢাকা : জুন ১৯৮৪) পৃ. ৪১১-১২; হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো ছাপা) ২/১৭০-১৭৬ পৃ.।

১৯. হুজ্জাতুল্লাহ, তাফহীমাত ও ফুয়ূযুল হারামাইন হ'তে গৃহীত।

২০. যেমন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রচারিত লিফলেট ও গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে, 'আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবেনা প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবেনা ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ'। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা'। তাদের প্রধান আহ্বান হ'ল, 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'। তাদের প্রধান শ্লোগান হ'ল, 'মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ'। 'আমাদের রাজনীতি ইমারত ও খিলাফত'। 'সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর'। **প্রধান কার্যালয় :** 'দারুল ইমারত আহলেহাদীছ' নওদাপাড়া (আমচত্বর), বিমানবন্দর রোড, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

১৭৫০-১৮১৮), শাহ আব্দুল কাদের (মৃ. ১১৬৭-১২৫৩/১৭৫৫-১৮৩৮), শাহ আব্দুল গণী (১১৭০-১২২৭/১৭৫৮-১৮১২ খৃ.) ও অন্যান্য শিক্ষকদের মাধ্যমে তাঁর উক্ত মিশন জারি থাকে। অতঃপর তাঁরই পৌত্র শাহ ইসমাঈল বিন আব্দুল গণীর (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১ খৃ.) নেতৃত্বে পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে। একই সময়ে বাংলাদেশে সাইয়িদ নিছার আলী ওরফে তীতুমীরের (১৭৮২-১৮৩১ খৃ.) ‘মুহাম্মাদী’ আন্দোলনের মাধ্যমে এবং হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র (১৭৮১-১৮৪০ খৃ.) ‘ফারায়েযী’ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যাপক সমাজ সংস্কার সংঘটিত হয়। যা একই সাথে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’কে তৃণমূল ভিত্তি দান করে। বর্তমানে যা সাংগঠনিকভাবে ব্যাপক সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী বরং দেশের বাইরেও পরিচালিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, সৈয়দ নিছার আলী ওরফে তীতুমীর ১৮২২ থেকে ১৮২৭ খৃ. পর্যন্ত পাঁচ বছর এবং হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৭৯৯ থেকে ১৮১৮ খৃ. পর্যন্ত ঊনিশ বছর মক্কায় অবস্থান করে সঊদী আরবের মহান যুগসংস্কারক ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (১১১৫-১২০৬ হি./১৭০৩-১৭৯১ খৃ.)-এর আদর্শে দীক্ষিত হন। সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁরা স্বদেশে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। এমনকি শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী সম্পর্কে ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদভী (১৯১৩-১৯৯৯ খৃ.) বলেন, ‘তাওহীদী আক্বীদার প্রসার, কুরআন মাজীদ থেকে তার প্রমাণ সংগ্রহ এবং তাওহীদে উলূহিয়াত ও তাওহীদে রুবূবিয়াতের পার্থক্য নির্ধারণ বিষয়ে শাহ অলিউল্লাহ ও শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব-এর চিন্তাধারার মধ্যে বড়ই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যা কুরআন মাজীদের সরাসরি অনুধাবন এবং কিতাব ও সুন্নাতে গভীর পাণ্ডিত্যের ফল মাত্র।... বরং তাঁর সাথে শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খৃ.)-এর সাদৃশ্য বর্ণনা করা অধিক সমীচীন হবে। দু’জনেরই গভীর পাণ্ডিত্য এবং কিতাব ও সুন্নাতের পারদর্শিতা ইমামত ও ইজতিহাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে’।[২১] এতে বুঝা যায়

২১. তারীখে দা‘ওয়াত ওয়া আযীমাত ৫/৩১৩-১৪ পৃ.।

যে, শাহ অলিউল্লাহ, তীতুমীর ও হাজী শরীয়তুল্লাহ সবাই সঊদী সংস্কারক শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

৫. শরী'আত ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে অবদান :

যুগ যুগ ধরে মুজতাহিদগণের মধ্যে শরী'আতের ব্যাখ্যাগত বিষয়ে আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়-এর দু'টি ধারা চলে আসছে। শাহ অলিউল্লাহ এক্ষেত্রে সমসাময়িক ভারতীয় আলেমদের বিপরীতে সালাফে ছালেহীন ও ফুক্বাহায়ে মুহাদ্দিছীনের তরীকা অনুসরণ করেন,[২২] যা দিল্লীর আলেমদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সর্বত্র আমল বিল-হাদীছের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

এতদ্ব্যতীত কোন বিষয়ে ছহীহ গায়ের মান্‌সূখ হাদীছ মওজুদ থাকতে কোন নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করার বিরুদ্ধে তিনি বিভিন্নভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। এই সকল বক্তব্যে তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌কে সর্বদা নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তাকীদ দিয়েছেন। তিনি তাক্বলীদপন্থী ফক্বীহ ও কট্টরপন্থী যাহেরী (LITERALIST) উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন।[২৩]

বাহ্যিক আমলগত ব্যাপারেও তিনি তাঁর লেখনীর মধ্যে মুহাদ্দিছীনের তরীকা সমর্থন করেছেন কখনও সরাসরিভাবে কখনো পরোক্ষভাবে। যেমন ছালাতে রাফ্‌উল ইয়াদায়েন করা, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, সরবে আমীন বলা ইত্যাদি।[২৪] এ ব্যাপারে আপোষহীন মুহাদ্দিছ আল্লামা ফাখের

---

২২. দ্র. শাহ অলিউল্লাহ, অছিয়াতনামা (কানপুর ছাপা ১২৭৩ হি./১৮৫৭ খৃ.) ১ম অছিয়াত পৃ. ১।

২৩. শাহ অলিউল্লাহ রচিত প্রায় সকল কিতাবেই এই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তবে বিশেষ করে তাঁর বহুবিশ্রুত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-তে 'আহলুল হাদীছ ও আহলুল রায়-এর পার্থক্য' শীর্ষক অধ্যায়, ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত তাক্বলীদ, তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ, ফুয়ূযুল হারামাইন, আল-ইনছাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ, ইযালাতুল খাফা 'আন-খিলাফাতিল খুলাফা' বই সমূহ দ্রষ্টব্য।

২৪. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (বৈরূত : দারুল জীল, ১ম সংস্করণ ১৪২৬ হি./২০০৫ খৃ.) ২/১৪-১৬ পৃ.; ঐ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো : দারুত তুরাছ ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ খৃ.) 'ছালাতের দো'আ ও তরীকা' অধ্যায় ২/৭-১০ পৃ.। যেমন-

যায়ের এলাহাবাদীর (১১২০-১১৬৪ হি./১৭০৮-১৭৫১ খৃ.) সাথে তাঁর সরস আলোচনা খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি একবার দিল্লীর জামে মসজিদে সরবে 'আমীন' বলেন। লোকেরা তাঁকে শাহ ছাহেবের নিকট ধরে নিয়ে গেলে তিনি তাদেরকে 'সশব্দে আমীন' বলার হাদীছ বলে সরিয়ে দেন। ফাখের তখন শাহ ছাহেবকে বললেন, 'আপনি কেন নিজেকে যাহির করছেন না'? উত্তরে শাহ ছাহেব বলেন, 'যদি আমি এই অবস্থায় না থাকতাম, তাহ'লে কে আপনাকে এদের হাত থেকে বাঁচাত'?[২৫]

এতে বুঝা যায়, সে যুগে সমাজে বিদ'আতী আলেমদের কেমন কুপ্রভাব ছিল যে, সকলের উস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী পর্যন্ত ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী প্রকাশ্যে আমল করতে ভয় পেতেন।

৬. অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)-এর মাযহাব :

অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)-এর মাযহাব ছিল প্রকাশ্য ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা। তিনি প্রচলিত চার মাযহাবের মধ্যকার বিরোধীয় মাসআলা

(১) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে তিনি বলেন, فَإِنْ قَرَأَ فَلْيَقرَءِ الْفَاتِحَةَ قِرَاءَةً لاَ يُشَوِّشُ على الإِمَامِ وَهَذَا أَولَى الْأَقْوَالِ عِنْدِي– 'যদি মুক্তাদী ক্বিরাআত করেন, তবে তিনি যেন সূরা ফাতিহা পড়েন এমনভাবে, যাতে ইমামের ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। আর এটি আমার নিকট সেরা বক্তব্য'। (২) সশব্দে 'আমীন' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, أَقُولُ: الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ لَيس بِصَرِيحٍ فِي الإِسكاتَةِ الَّتِي يَفْعَلُهَا الإِمَامُ لقِرَاءَةِ الْمَأْمُومينَ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لِلتَّلَفُّظِ بِآمِينَ عِنْد مَن يَسِرُّ بِهَا– 'আমি বলি, সুনানের সংকলকগণ (আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ হাদীছ গ্রন্থ সমূহে) যেসব হাদীছ সংকলন করেছেন, সেগুলিতে মুক্তাদীগণের ক্বিরাআতের জন্য ইমামের চুপ থাকার বিষয়টি স্পষ্ট নয়। বরং এটি সশব্দে আমীন বলার জন্য হওয়াটাই প্রকাশ্য, যারা এটিকে চুপে চুপে বলেন'। (৩) 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' সম্পর্কে তিনি বলেন, وَالَّذِي يَرْفعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّن لاَّ يَرْفَعُ فَإِنَّ أَحَادِيثَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَثبتُ– 'যে ব্যক্তি ছালাতে 'রাফ্উল ইয়াদায়েন' করেন, তিনি আমার নিকটে অধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তির চাইতে যিনি এটি করেন না। কেননা 'রাফউল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর মযবুত'।

২৫. নওশাহরাবী, তারাজিম পৃ. ৫৩; জুহূদ মুখলিছাহ পৃ. ৭৫।

সমূহের সমন্বয় সাধনে মূল্যবান অবদান রাখেন। (১) তিনি বলতেন, ‘হানাফী ও শাফেঈ দুই মাযহাবের ঐসব বিষয়কে টিকিয়ে রাখা হৌক যেগুলির সঙ্গে হাদীছের মিল আছে এবং ঐগুলিকে বাদ দেওয়া হৌক যেগুলির কোন ভিত্তি নেই’।[২৬]... (২) তিনি বলেন, ‘হাদীছের শব্দ হ’তে যে অর্থ বুঝা যায়, তার উপরে স্থির থাকতে হবে। কোন দূরতম ব্যাখ্যা বা ‘তাবীল’ করা যাবেনা। এক হাদীছ দ্বারা আরেক হাদীছকে বাতিল করা যাবে না। কারু কথা অনুযায়ী কোন ছহীহ হাদীছকে পরিত্যাগ করা যাবে না’।[২৭] তাঁর দ্বিতীয় অছিয়ত হ’ল, ‘আমি চার মাযহাবের বাইরে যাব না। আমি সাধ্যমত এগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করব। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আমার তবিয়ত তাক্বলীদকে অস্বীকার করে এবং তা থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নেয়’।[২৮]

(৩) তিনি বলতেন, চার মাযহাবের কিতাব সমূহ এবং উছূলে ফিক্বহ ও হাদীছের কিতাব সমূহ গভীরভাবে অধ্যয়নের পর আমার হৃদয়ে আল্লাহ্র তাওফীক ও হেদায়াত অনুযায়ী যে বিষয়টি স্থিতি লাভ করেছে, সেটি হ’ল ফুক্বাহায়ে মুহাদ্দেছীনের তরীকা অবলম্বন করা’।[২৯]

(৪) শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, إِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيرَ مُجْمَعِينَ عَلَى التَّقْلِيدِ الْخالِصِ لِمَذهَبٍ وَّاحِدٍ بِعَينِهِ– ‘জেনে রাখ হে পাঠক! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না’। .. কোন

---

২৬. শাহ অলিউল্লাহ, তাফহীমাতে ইলাহিয়ার বরাতে ঐ প্রণীত ‘সাত্ব‘আত’-এর উর্দূ অনুবাদের ভূমিকা : সাইয়িদ মুহাম্মাদ মতীন হাশেমী, ডিসেম্বর ১৯৭৫ (লাহোর : ইদারা ছাক্বাফাতি ইসলামিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬) পৃ. ২১।

২৭. শাহ অলিউল্লাহ, ফুয়ূযুল হারামাইন, উর্দূ অনুবাদসহ (দিল্লী : মাতবা‘আ আহমাদী, ১৩০৮/১৮৯০) মাশহাদ ৩১, পৃ. ৬২-৬৩।

২৮. (وثَانِيهَا : الوَصَاةُ بِالتَّقَيُّدِ بِهَذِهِ الْمَذاهِبِ الْأَربَعةِ لا أخْرُجُ مِنْها والتَّوفْيقِ ما اِستطعتُ وجِبِلَّتِى تَأبَى التقليدَ وتَأَنَّفَ منه رَأسًا) *(ফুয়ূযুল হারামাইন ৬৪-৬৫ পৃ.)*।

২৯. জুহূদ মুখলিছাহ ৭৪ পৃ. গৃহীত : আল-জুযউল লত্বীফ।

সমস্যা সৃষ্টি হ'লে লোকেরা যেকোন আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিত। এ ব্যাপারে কারু মাযহাব যাচাই করা হ'ত না।[৩০]

(৫) '(হে পাঠক!) বিশেষ করে বর্তমান সময়ে বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলে তুমি মুসলমানদের দেখবে যে, তারা বিগত কোন একজন মুজতাহিদ বিদ্বানের মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে। তারা মনে করে যে, একটি মাসআলাতেও যদি ঐ বিদ্বানের তাক্বলীদ হ'তে সে বেরিয়ে আসে, তাহ'লে সে যেন মুসলিম মিল্লাত থেকেই খারিজ হয়ে যাবে। ঐ বিদ্বান যেন একজন নবী, যাকে তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে (كَأَنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ إِلَيْـــهِ) এবং যার অনুসরণ তার উপরে ফরয করা হয়েছে। অথচ ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী ছিল না।[৩১]

(৬) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হি.) ইসলামী খেলাফতের ইতিহাসে প্রথম 'ক্বাযিউল কুযাত' বা প্রধান

---

৩০. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২-৫৩ পৃ. 'চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

৩১. শাহ অলিউল্লাহ, তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ (বিজনৌর, ইউ.পি, ভারত ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ খৃ.) ১/১৫১ পৃ.।

আত-তাফহীমাতুল ইলাহিইয়াহ কিতাবটি শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)-এর একটি সিদ্ধান্তকারী গ্রন্থ। এখানে তিনি ঐসব কথা বলেছেন, যেগুলি তাঁর নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে 'তাফহীম' করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ বুঝ দান করা হয়েছে। যখন যে ভাষায় তাঁকে বুঝ দেওয়া হ'ত, তখন সেই ভাষায় তিনি সেটা লিখতেন। ফলে উক্ত কিতাবে আরবী ও ফার্সী পৃথক ভাষায় 'তাফহীম' শিরোনামে বিভিন্ন অধ্যায় রচিত হয়েছে। এটি দু'খণ্ডে কয়েকশ' পৃষ্ঠার এক দুর্লভ গ্রন্থ। যা লেখক স্টাডি ট্যুরে লাহোরে গিয়ে দারুদ দা'ওয়াতিস সালাফিইয়াহ নামক বিখ্যাত আহলেহাদীছ লাইব্রেরীতে পেয়েছিলেন ও সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অংশ ফটো করে এনেছিলেন (তাং ২.১.১৯৮৯ খৃ.)। সেখান থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিটি হুবহু প্রদত্ত হ'ল।-

وكشف لى عن حقيقة الرأى الذى نطق بذمها السلف ونسبوا إليه رجالا من فقهاءهم... وترى العامة سيما اليوم فى كل قُطْر يتقيدون بمذهب من مذاهب المتقدمين يرون خـــروج الإنسان من مذهب من قلّده ولو فى مسئلة كالخروج من الملة، كأنـــه نـــبى بعـــث اليـــه وافترضت طاعته عليه وكان اوائل الأمة قبل المائة الرابعة غير متقيدين بمـــذهب واحـــد- (تفهيمات ١٥١/١)-

বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার সুবাদে ইরাক, ইরান ও মধ্য তুর্কিস্তান সহ খেলাফতের সর্বত্র হানাফী মাযহাবের ফৎওয়া ও সিদ্ধান্তসমূহ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, فَكَانَ سَبَبًا لِظُهُوْرِ مَذْهَبِــهِ ‘এটাই ছিল তাঁর মাযহাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ’।[৩২] ভারতের খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-৮৬) একথা সমর্থন করে বলেন, هُوَ اَوَّلُ مَنْ نَشَرَ عِلْمَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ فِىْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَ ثَبَتَ الْمَسَــائِلَ– ‘তিনিই প্রথম আবু হানীফার ইল্‌ম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেন ও তাঁর মাসআলাসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন’।[৩৩]

(৭) শাহ ছাহেব বলেন, فَإِن بلغَنَا حَدِيثٌ عَنِ الرَّسُولِ الْمَعْصُومِ الَّذِي فرضَ اللهُ علينا طَاعَتهُ بِسَنَدٍ صَالِحٍ يَدُلُّ على خِلافِ مَذْهبِهِ، وَتَركنَا حَدِيثَهُ وَاتَّبَعنَا ذَلِك التَّخْمِينَ، فَمَنْ أظلمُ مِنَّا وَمَا عُذرُنا يَومَ يقومُ النَّاسُ لربِّ الْعَــالَمينَ؟

‘যদি নিষ্পাপ রাসূল, যাঁর আনুগত্য আল্লাহ আমাদের উপর ফরয করেছেন, তাঁর থেকে ছহীহ সনদে মুক্বাল্লিদের মাযহাবের খেলাফ কোন হাদীছ পৌঁছে যায় এবং আমরা তা পরিত্যাগ করি ও উক্ত মুজতাহিদের ধারণার অনুসরণ করি, তাহ’লে আমাদের চেয়ে বড় যালেম আর কে হবে এবং সেদিন আমাদের জন্য কি ওযর থাকবে যেদিন আমরা বিশ্বপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হব?’[৩৪]

হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কোন বিদ্বানের তাক্বলীদের উপর যিদ করাকে শাহ ছাহেব ‘ইহূদী স্বভাব’ বলে কটাক্ষ করে বলেন, ‘যদি তুমি ইহূদীদের

---

৩২. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৪৬ ‘ফক্বীহদের মাযহাবী পার্থক্যের কারণ সমূহ’ অনুচ্ছেদ।

৩৩. মুক্বাদ্দামা শরহ বেক্বায়াহ (দেউবন্দ ছাপা: তাবি) ৩৮ পৃ.।

৩৪. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (বৈরূত : দারুল জীল) ১/২৬৫-৬৬ পৃ.; ঐ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো : দারুত তুরাছ) ১/১৫৬ পৃ.; ইক্বদুল জীদ (কায়রো : আল-মাত্ববা‘আতুস সালাফিইয়াহ, তাবি) ১৬ পৃ.।

নমুনা দেখতে চাও তাহ'লে দুষ্ট আলেমদের দিকে তাকাও, যারা দুনিয়ার সন্ধানী। যারা বিগত কোন ব্যক্তির তাক্বলীদে অভ্যস্ত। যারা কিতাব ও সুন্নাতের দলীলসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কোন একজন আলেমের সূক্ষ্মবাদিতা, কঠোরতা ও সুধারণা প্রসূত সমাধান (ইসতিহ্সান)-কে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে। যারা নি রাসূলের কালাম থেকে বেপরওয়া হয়ে বিভিন্ন জাল হাদীছ ও বাতিল ব্যাখ্যাসমূহ (তাবীল)-কে অনুসরণীয় হিসাবে গ্রহণ করে। তামাশা কেমন তারা যেন খোদ ইহূদী!'[৩৫]

(৮) তিনি আরও বলেন, 'লোকেরা ধারণা করে যে, প্রচলিত মাযহাব সমূহের বাইরে যাওয়া শরী'আতের অনুসরণ ও আল্লাহ্র হুকুমের আনুগত্য করা হ'তে বের হয়ে যাওয়ার শামিল। তারা আরও মনে করে, ঐ মাযহাবগুলির বাইরে কোন উত্তম ও মযবূত তরীকা নেই। অতএব ওগুলোর কোন একটি থেকে বেরিয়ে যাওয়া দ্বীনের প্রতি আনুগত্যের বন্ধন হ'তে মুক্ত হওয়ার শামিল। সাবধান হওয়া উচিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ সব ব্যক্তিকে ভীষণভাবে তিরষ্কার করেছেন। এছাড়া আরও বহু সন্দেহ-সংশয় লোকদের অন্তরে উপস্থিত হয়ে থাকে।[৩৬]

---

৩৫. اگر نمونۂ یہود خواہی کہ بینی علماء سوء کہ طالب دنیا باشند وخود گرفتہ بتقلید سلف و معرض نصوص از کتاب وسنت و تعمق وتشدد واستحسان عالمے را مستند ساختہ از کلام شارع معصوم بے پرواہ شدہ باشند واحادیث موضوعہ وتاویلات فاسدہ را مقتدائے خود ساختہ باشند تماشا کن کأنهم ہم)-الفوز الکبیر (فارسی) للدہلوی ص ١٠-

শাহ অলিউল্লাহ 'আল-ফওযুল কবীর' (ফার্সী, দিল্লী : মুজতাবায়ী প্রেস) ১০ পৃ., ঐ উর্দূ (মাকতাবা বুরহান, উর্দূ বাযার, দিল্লী; ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫ খৃ.) ১৮ পৃ.; ঐ আরবী (কানপুর, ভারত; কাইয়ূমী প্রেস, ১৩৬৯ হিজরীতে ঢাকায় লিখিত) ১২ পৃ.।

৩৬. (وقد يزعَمُ الإنسانُ أَنَّ الْخروجَ عن الْمذاهبِ الْمُدوَّنَةِ خروجٌ عن رِبقَةِ التَّقليدِ لِلشَّرْعِ و الإنقيادِ لِحُكمِ اللهِ وأَنْ ليسَ هُنالكَ طريقةٌ مضبوطةٌ غيرَها. فيكونُ الْخروجُ عنها عِندهُ مُرادِفًا أو مُلازِمًا لِلخُروجِ عن رِبْقةِ الإنْقيادِ فيَفْطُنُ بأَنَّ النَّبىَّ (صــ) مُعاتِبٌ عليه وأَمثالُ هذه الشُّبْهاتِ...) *(শাহ অলিউল্লাহ, ফুয়ূযুল হারামাইন (আরবী, দিল্লী : আহমদী প্রেস ১৩০৮/১৮৮৯ খৃ.) উর্দূ অনুবাদ সহ ৩১ পৃ.)*।

(৯) তিনি বলেন, ‘নিছক মুক্বাল্লিদ কোন ব্যক্তি কখনই সত্যে উপনীত হ’তে পারেনা। বরং পৃথিবীর অধিকাংশ ফাসাদ ও বিশৃংখলা তাক্বলীদের উৎস থেকেই পয়দা হয়েছে’।[৩৭] তাক্বলীদপন্থী আলেমদের ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেন, এদের সমস্ত ইল্‌মের পুঁজি হ’ল হেদায়া, শরহ বেকায়া প্রভৃতির মধ্যে। এরা আসল বস্তু কিভাবে বুঝবে?[৩৮]

‘উছূলে ফিক্বহ’ সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করে তিনি বলেন, ইমামগণের কথার উপর ভিত্তি করে এইসব উছূল তৈরী করা হয়েছে। অথচ এগুলির একটিও আবু হানীফা ও তাঁর দুই প্রধান শিষ্য থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। এরপর তিনি উদাহরণ স্বরূপ বিভিন্ন উছূল বর্ণনা করেন। যেমন (১) ‘খাছ’ নিজেই নিজের ব্যাখ্যা। তার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। (২) কুরআনের অতিরিক্ত হাদীছের বক্তব্য ‘মানসূখ’ বা হুকুম রহিত। (৩) ‘আম’ ‘খাছ’-এর ন্যায় অকাট্ট।... (৪) ‘রায়’-এর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে (আবু হুরায়রা ও আনাস-এর ন্যায়) গায়ের ফক্বীহ ছাহাবীদের বর্ণিত হাদীছ আমলযোগ্য নয় প্রভৃতি।[৩৯]

---

৩৭. خودرا مقلد محض بودن ہر گز راست نمی آید وکارے نمی کشاید اکثر مفاسد در عالم از ہمیں جہت ناشی شدہ-

ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء للدہلوی (فارسی) ص ۲۵۷-

শাহ অলিউল্লাহ, ‘ইযালাতুল খাফা (ফার্সী) ২৫৭ পৃষ্ঠার বরাতে আবু ইয়াহ্‌ইয়া ইমাম খান নওশাহ্‌রাবী, ‘তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ’ (উর্দূ) ২য় সংস্করণ (লাহোর : নিয়াযী প্রিন্টিং প্রেস ১৩৯১/১৯৮১ খৃ.) পৃ. ৫৯।

৩৮. جمعے کہ سرمایۂ علم ایشاں شرح وقایہ وہدایہ باشد، کجا ادراک سر ایں توانند کرد-ازالۃ الخفاص ۸۴-

‘ইযালাহ’ পৃ. ৮৪-এর বরাতে প্রাগুক্ত পৃ. ৫৯।

৩৯. وَعِنْدِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ القائلةُ بِأَنَّ الْخَاصَّ مُبَيِّنٌ وَلاَ يَلْحَقُهُ بَيَانٌ وَأَنَّ الزِّيَادَةَ نَسْخٌ وَأَنَّ الْعَامَ قَطْعِيٌّ كالْخاصِّ وَأَنْ لاَ تَرْجِيحَ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ وَأَنَّه لاَ يَجبُ الْعَمَلَ بِحَدِيثِ غَيرِ الْفَقِيهِ إذا انْسدَّ بَابُ الرَّأْيِ... وأَمثالُ ذَلِك أصُولٌ مُخرَّجةٌ على كَلاَمِ الْأَئِمَّةِ وَأَنَّه لاَ تَصِحُّ بِهَا رِوَايَةٌ عن أَبِي حَنيفَةَ وصاحِبَيهِ- শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ (বৈরূত : দারুল জীল) ১/২৭১-৭২; ঐ, (কায়রো : দারুত তুরাছ) ১/১৬০-৬১ পৃ.।

Contents

গ্রন্থাবলী : এযাবৎ আমরা তাঁর প্রণীত এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ১৩টি বিষয়ে ৮৩টি বইয়ের সন্ধান পেয়েছি। যার পূর্ণ তালিকা নিম্নরূপ :

১. 'উলূমুল কুরআন' বিষয়ে ৫টি :

(১) ফাৎহুর রহমান ফী তরজামাতিল কুরআন (ফার্সী)। সংক্ষিপ্ত তাফসীর সহ ফার্সী তরজমা। (২) আল-ফাওযুল কাবীর (ফার্সী)। (৩) ফাৎহুল খাবীর (আরবী)। আল-ফাওযুল কাবীরের ২য় অংশ। তবে লেখক এটির পৃথক নাম দিয়েছেন। এদু'টি উছূলে তাফসীর তথা তাফসীরের মূলনীতি বিষয়ে লিখিত। (৪) মুক্বাদ্দামা ফী ক্বাওয়ানীনিত তারজামাহ (ফার্সী)। (৫) তাবীলুল আহাদীছ ফী রুমূযে ক্বাছাছিল আম্বিয়া (আরবী)।

২. 'হাদীছ' বিষয়ে ১৩টি :

(১) 'আল-মুছাফফা' (ফার্সী)। এটি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর 'মুওয়াত্ত্বা' হাদীছ গ্রন্থের ফার্সী ভাষ্য। (২) আল-মুসাউওয়া ফিল আহাদীছিল মুওয়াত্ত্বা (আরবী)। এটি প্রথমে মুওয়াত্ত্বার ফার্সী ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল-মুছাফফা'-এর হাশিয়া-তে মুদ্রিত হয়েছিল। পরে ১৩৫১ হিজরীতে এটি পৃথক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। (৩) তারাজিমুল বুখারী (আরবী)। ছহীহ বুখারীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তরজামাতুল বাব অর্থাৎ অনুচ্ছেদ শিরোনামের তাহকীক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা। (৪) মুসালসালাত (আরবী)। হাদীছের সনদ বিষয়ে। (৫) আল-ইরশাদ ইলা মুহিম্মাতিল ইসনাদ (আরবী)। হাদীছের সনদ বিষয়ে। (৬) ইনতিবাহ ফী ইসনাদে হাদীছে রাসূলিল্লাহ (ফার্সী)। প্রথম অংশে তাছাউওফের সিলসিলা সমূহ। দ্বিতীয় অংশে মুহাদ্দিছগণের ইসনাদ বিষয়ে। (৭) আল-আরবাঈন (আরবী)। দ্বীনের মূলনীতি বিষয়ক চল্লিশটি হাদীছ। যা 'চেহ্ল হাদীছ' নামে উর্দূতে অনূদিত হয় এবং উপমহাদেশে উক্ত নামেই পরিচিত হয়। (৮) ফীমা ইয়াজিবু হিফযাহু লিন-নাযের (ঐ)। (৯) আদ-দুররুছ ছামীন ফী মুবাশশিরাতিন নাবিইয়িল আমীন (আরবী)। (১০) আন-নাওয়াদের মিন আহাদীছে সাইয়িদিল আওয়ায়েল ওয়াল আওয়াখের (আরবী)। (১১) আল-ফাযলুল মুবীন ফিল মুসালসাল মিন হাদীছিন নাবিইয়িল আমীন (আরবী)। (১২) আল-ফাযলুল মুবীন ফী

ত্বাবাক্বাতিল উছূলিইয়ীন (আরবী)। (১৩) আত-তাম্বীহ ‘আলা মা ইয়াহতাজু ইলাইহিল মুহাদ্দিছ ওয়াল ফক্বীহ। আরবী ও ফার্সী দুই ভাষায় লিখিত। পরবর্তীতে লাহোরের ‘দারুদ দা‘ওয়াতিস সালাফিইয়াহ’ থেকে ‘ইতহাফুন নাবীহ ফীমা ইয়াহতাজু ইলাইহিল মুহাদ্দিছ ওয়াল ফক্বীহ’ নামে প্রকাশিত হয়। আল্লামা ‘আত্বাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (মৃ. ১৪০৯ হি.) যার ভাষ্য লেখেন।

৩. ‘শরী‘আতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব’ বিষয়ে ১টি :

(১) হুজ্জাতিল্লাহিল বালেগাহ (আরবী)। হিকমত, হাদীছ, ফিক্বহ, তাছাউওফ, আখলাক ও দর্শন বিষয়ক ইলম সমূহ এই অমূল্য কিতাবে মওজূদ রয়েছে।

৪. ‘উছূলে ফিক্বহ’ বিষয়ে ২টি :

(১) আল-ইনছাফ ফী বায়ানে আসবাবিল ইখতিলাফ (আরবী)। এ বইয়ে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কুরআন ও হাদীছ মওজূদ থাকতে ফক্বীহদের কথার কোন মূল্য নেই। যখন কারু কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ মওজূদ থাকবে, তখন তার মুকাবিলায় ইমামের তাক্বলীদ হারাম। (২) ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদে ওয়াত তাক্বলীদ (আরবী)। এ বইয়ের মধ্যেও আল-ইনছাফের ন্যায় ইজতিহাদ ও তাক্বলীদের বিধান সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫. ‘তাছাউওফ’ বিষয়ে ২৩টি :

(১) হাওয়ামে‘ শরহ হিযবুল বাহ্‌র। হিযবুল বাহ্‌র-এর দো‘আ সমূহের ব্যাখ্যা ও বৈশিষ্ট্য সমূহ। (২) আদ-দুরারুছ ছামীন ফী মুবাশশিরাতিন নাবিইয়িল কারীম। (৩) সাত্ব‘আত (আরবী)। (৪) শরহ রুবা‘ইয়াতায়েন। খাজা বাক্বী বিল্লাহ্‌র দু’টি রুবা‘ইয়াতের ব্যাখ্যা। (৫) ফুয়ূযুল হারামায়েন (আরবী)। (৬) আল-‘আত্বিইয়াতুছ ছামাদিইয়াহ। (৭) আল-আনফাসুল মুহাম্মাদিয়াহ। (৮) লুম‘আত (আরবী)। (৯) হাম‘আত (ফার্সী)। (১০) আল-খায়রুল কাছীর (আরবী)। (১১) আল-বুদূরুল বাযেগাহ (আরবী)। (১২) তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ (আরবী ও ফার্সী)। (১৩) শিফাউল কুলূব

(আরবী)। (১৪) যাহরা দ্বীন (আরবী)। (১৫) 'আওয়ারেফ। (১৬) আল-ক্বাওলুল জামীল (আরবী)। এখানে তিনি ইসলামী শরী'আতে বায়'আতের দলীল সমূহ পেশ করেছেন। (১৭) তাবীলুল আহাদীছ। নবীগণের কাহিনীতে প্রাপ্ত সূক্ষ্ম বিষয় সমূহ। (১৮) ফায়যে 'আম (ফার্সী)। (১৯) মাকতূবুল মা'আরেফ (ফার্সী)। (২০) রিসালাহ মাকতূবে মাদানীহ (ফার্সী)। (২১) কাশফুল গায়েন 'আন শারহির রুবা'ইয়াতায়েন (ফার্সী)। (২২) আল-তুহফুল কুদ্স (ফার্সী)। (২৩) লামহাত (ফার্সী)।

৬. 'সীরাত' বিষয়ে ১টি :

(১) আল-হাবীবুল মুন'আম ফী মাদহে সাইয়িদিল 'আরাব ওয়াল 'আজাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় রচিত।

৭. 'জীবনী' বিষয়ে ৫টি :

(১) আনফাসুল 'আরেফীন (ফার্সী)। সাতটি পুস্তিকা সম্বলিত এই বইটি প্রথমে ফার্সীতে প্রকাশিত হয়। পরে আরবীতে অনূদিত হয়। ঐ সাতটি পুস্তিকা ছিল : (ক) বাওয়ারিকুল বেলায়াহ (খ) শাওয়ারিকুল মা'রেফাহ (গ) আল-ইমদাদু ফী মাআছারিল আজদাদ (ঘ) আন-নাবযাতুল ইবরীযিইয়াহ ফিল লত্বীফাতিল 'আযীযিইয়াহ (ঙ) আল-'আত্বিইয়াতুছ ছামাদিইয়াহ ফিল আনফাসিল মুহাম্মাদিয়াহ (চ) ইনসানুল 'আয়েন ফী মাশায়েখিল হারামায়েন (ছ) আল-জুযউল লত্বীফ ফী তারজামাতিল 'আব্দিয যাঈফ।

(২) সুরূরুল মাহযূন (ফার্সী)। এটির উর্দূ তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। (৩) আন-নাবযাতুল ইবরীযিয়াহ ফী ত্বাবাক্বাতিল গারীযিয়াহ। নিজ বংশের অবস্থাদি বিষয়ে (ঐ)। (৪) আনফাসুল 'আ-রেফীন (ঐ)। (৫) আল-ইমদাদ ফী মাআ-ছিরিল আজদাদ (ঐ)।

৮. 'আক্বায়েদ' বিষয়ে ৭টি :

(১) আল-বালাগুল মুবীন ফী ইত্তেবায়ে খাতিমিন নাবিইঈন (ফার্সী)। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর বই 'আল-ক্বায়েদাতুল জালীলিয়াহ'-এর বিষয়বস্তু অবলম্বনে। (২) আল-মুক্বাদ্দামাতুস সানিইয়াহ (আরবী)। (৩)

Contents

হুসনুল 'আক্বীদাহ (আরবী)। (৪) মাকাতীব (আরবী)। (৫) ফাৎহুল ওয়াদূদ ওয়া মা'রেফাতুল জুনূদ (আরবী)। (৬) আল-মাক্বালাতুল ওয়াযিইয়াহ ফিল-ওয়াছিইয়াহ ওয়ান-নাছীহাহ (ফার্সী, অছিয়ত নামা)। (৭) তুহফাতুল মুওয়াহহিদীন (ফার্সী)।

৯. 'মুনাযারাহ' বিষয়ে ৩টি :

(১) ইযালাতুল খাফা 'আন খিলাফাতিল খুলাফা (ফার্সী)। শী'আদের প্রতিবাদে লিখিত এ বইয়ে তিনি খেলাফতে রাশেদার প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। (২) কুর্রাতুল 'আয়নায়েন ফী তাফযীলিশ শায়খায়েন (ফার্সী)। শী'আদের প্রতিবাদে লিখিত এ বইয়ে তিনি হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সর্বোচ্চ মর্যাদা ব্যাখ্যা করেছেন। (৩) রিসালাহ ফী রাদ্দির রাওয়াফেয (ফার্সী)। রাফেযী শী'আদের বিরুদ্ধে লিখিত।

১০. 'মাকতূবাত' বিষয়ে ৫টি :

(১) মাকতূবুল মা'আরেফ মা'আ মাকাতীবে ছালাছাহ (ফার্সী)। (২) আল-কালিমাতুত ত্বাইয়িবাত (ফার্সী) গ্রন্থে বর্ণিত মাকতূবাত। (৩) ইমাম বুখারী ও ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ-র মর্যাদা বর্ণনায় লিখিত মাকতূবাত (আরবী ও ফার্সী)। (৪) 'হায়াতে অলী' (ফার্সী) গ্রন্থে বর্ণিত মাকতূবাত। (৫) রাজনৈতিক বিষয়ে লিখিত মাকতূবাত (ফার্সী)।

১১. 'ছরফ' বিষয়ে ১টি :

(১) ছরফ মীর (ফার্সী)।

১২. বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা সমূহ ১৫টি :

(১) আস-সিররুল মাকতূম ফী আসবাবে তাদবীনিল উলূম (আরবী)। (২) রিসালাহ দানেশমান্দী (ফার্সী)। শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে। (৩) আল-মুক্বাদ্দামাতুস সানিইয়াহ লিইনতিছারিল ফিরক্বাতিস সুন্নিইয়াহ (ফার্সী)। (৪) ফাৎহুল ওয়াদূদ লিমা'রিফাতিল জুনূদ (আরবী)। (৫) আন-নুখবাহ ফী তারতীবিছ ছুহবাহ (এ বিষয়ে কোন তথ্য জানা যায়নি)। (৬) আল-ই'তিছাম (আরবীতে দো'আ সমূহের একটি পুস্তিকা। যার কেবল পাণ্ডুলিপি

আছে)। (৭) হাশিয়া রিসালাহ ‘লায়সা আহমার’। আল্লামা শিয়ালকোটি এ বিষয়ে অন্য কোন তথ্য দেননি। যা কেবল পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়েছে। (৮) রিসালাহ ফী তাহকীকে মাসায়িলিশ শায়েখ আব্দুল বাক্বী আদ-দেহলভী (আরবী- অপ্রকাশিত)। (৯) ‘আওয়ারেফ (ফার্সী- অপ্রকাশিত)। (১০) ওয়ারেদাত (ফার্সী)। (১১) নিহায়াতুল উছূল (ফার্সী- অপ্রকাশিত)। (১২) আল-আনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়া (ফার্সী- অপ্রকাশিত)। (১৩) ফাৎহুল ইসলাম (ফার্সী- অপ্রকাশিত)। (১৪) কাশফুল আনওয়ার (ফার্সী- অপ্রকাশিত)। (১৫) একটি পুস্তিকা, যার নাম জানা যায়নি- (ফার্সী- অপ্রকাশিত)।

১৩. আরবী দীর্ঘ কবিতা ২টি :

(১) ক্বাছীদাতু আত্বইয়াবিন নাগাম ফী মাদহে সাইয়িদিল ‘আরাব ওয়াল ‘আজাম (আরবী)। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় লিখিত অত্র দীর্ঘ কবিতায় শেষ অক্ষর ‘বা’ দিয়ে সমাপ্ত চরণ রয়েছে ১১০টি এবং ‘হামযাহ’ দিয়ে সমাপ্ত চরণ রয়েছে ৪৫টি। (২) দীওয়ান (এর মধ্যে তাঁর স্বরচিত আরবী কবিতা সমূহ জমা করা হয়েছে। যেগুলি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আব্দুল আযীয জমা করেন এবং ২য় পুত্র শাহ রফীউদ্দীন যেগুলির তারতীব দেন।- অপ্রকাশিত)।[৪০]

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)-এর জীবনী আলোচনা শেষে আমরা কিতাব ও সুন্নাহ এবং সালাফী আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিন্তাধারা ও মহতী প্রচেষ্টা সমূহ বর্ণনার ইতি টানতে চাই তাঁরই

---

৪০. আবু ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান নওশাহরাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ-উর্দূ (লায়ালপুর-পাকিস্তান : জামে‘আ সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৯১/১৯৮১) ৬৮-৭১ *পৃ.;* আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদ মুখ্‌লিছাহ ফী খিদমাতিস্ সুন্নাতিল মুত্বাহহারাহ- আরবী (বেনারস : মাত্বাবা‘আ সালাফিইয়াহ, ১৪০৬/১৯৮৬) ৭৫-৭৮ পৃ.; মাস্টার্স থিসিস, মিনা মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহহাব আল-বাত্বশ, জুহূদুল ইমাম আহমাদ বিন আব্দুর রহীম শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) ফী নাশরে আক্বীদাতিস সালাফ (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, গাযা, ফিলিস্তীন ১৪৩৫ হি./২০১৪ খৃ.) ২৯-৩৫ পৃ. শিরোনাম : ‘তার ইলমী খিদমত’ (إنتاجه العلمى)।

অমূল্য বক্তব্য দিয়ে, যা তিনি স্বীয় কালজয়ী গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-এর ভূমিকাতে বলেছেন। যা নিম্নরূপ :

وها أنا بَرِيئٌ من كل مَقالةٍ صدرت مُخالفةً لآيةٍ من كتابِ اللهِ أو سنةٍ قائمةٍ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أو إجماعِ القُرونِ الْمَشهودِ لَها بالْخيرِ أو ما اختارَهُ جُمهورُ الْمُجتهدينَ ومُعظَّمُ سَوادِ الْمسلمينَ- فإنْ وَقعَ شيئٌ مِن ذلكَ فإنَّهُ خَطأٌ، رَحِمَ اللهُ تعالى مَنْ أيقَظَنا مِنْ سِنَتِنا أو نَبَّهَنا مِن غَفْلتِنا، أمَّا هؤلاءِ الباحثونَ بِالتَّخْريجِ والْإسْتِنباطِ من كلامِ الْأوائلِ الْمُنتَحِلونَ مَذهبَ الْمُناظرةِ والْمُجادَلةِ، فلا يَجِبُ علينا أن نُوافِقَهمْ فى كل ما يَتَفَوَّهُونَ به ونَحن رجالٌ وهم رجالٌ والأمر بيننا وبينهم سِجَالٌ-

'কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং জমহূর মুজতাহিদীন ও অধিকাংশ মুসলিম-এর বিপরীত সকল বক্তব্য হ'তে আমি দায়মুক্ত। যদি কিছু এসে যায়, তবে সেটি আমার ভুল। আল্লাহ রহম করুন! যিনি আমাদেরকে জাগ্রত করেন তন্দ্রা হ'তে এবং সতর্ক করেন অসতর্কতা হ'তে।

প্রথম যুগের সূক্ষ্মসন্ধানী ও তার্কিকদের মাযহাব অবলম্বনকারীদের বক্তব্য সমূহের সাথে একমত হওয়া আমাদের উপর ওয়াজিব নয়। আমরা মানুষ, তারাও মানুষ। বিষয়টি আমাদের ও তাদের মধ্যে কূয়া থেকে বালতি উঠানোর ন্যায়' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ভূমিকা ১০-১১ পৃ.)*। অর্থাৎ কখনো তাদের ভুল হবে, কখনো আমাদের ভুল হবে।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

*****

৩য় ভাগ

অছিয়তনামা বইটির মূল ফার্সী কপি

Contents

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ملهم الحکم و مفیض النعم والصلوٰة والسلام علی سید العرب والعجم وعلی آله وصحبه
اهل الفضل والکرم اما بعد میگوید فقیر ولی الله عفی عنه این کلمات چند است
که اولاد و احباب خود را بآن وصیت میکنم سمّیتها بالمقالة الوضیة فی النصیحة والوصیة
حسبنا الله ونعم الوکیل وهو الهادی الی سواء السبیل **اول وصیت**
این فقیر چنگ زدن است بکتاب و سنت در اعتقاد و عمل و پیوسته بتدبر هر دو مشغول
شدن و هر روز حصهٔ از هر دو خواندن و اگر طاقت خواندن ندارد ترجمهٔ ورقی از هر دو شنیدن و
در عقائد مذهب قدمای اهل سنت اختیار کردن و از تفصیل و تفتیش آنچه سلف تفتیش نکردند اعراض
نمودن و به تشکیکات خام معقولیان التفات نکردن و در فروع پیروی علمای محدثین که
جامع باشند میان فقه و حدیث کردن و دائما تفریعات فقهیه را بر کتاب و سنت عرض نمودن
آنچه موافق باشد در حیز قبول آوردن والا کالای بد بریش خاوند دادن امت را هیچ وقت
از عرض مجتهدات بر کتاب و سنت استغنا حاصل نیست و سخن متقشفهٔ فقها که تقلید عالمی را
دستآویز ساخته تتبع سنت را ترک کرده اند نشنیدن و بدیشان التفات نکردن و قربت
خدا جستن بدوری اینان **وصیت دیگر** چند امر معروف چنانچه بجا آمد این فقیر رنجنند آنست
که در فرائض و کبائر ذنوب و شعائر اسلام تعنف امر معروف و نهی منکر باید کرد و با

کسانیکه دران باب تساهل دارند صحبت نباید داشت و دشمن ایشان باید بود و در سایر
ابواب خصوصًا در انچه سلف با خلف اختلاف کرده باشند امر معروف و نهی منکر تبلیغ آن حدیث
است ولیس و عنف دران مستحسن نیست وصیت دیگر آنست که دست در دست مشایخ این زمان که
بانواع بدعت مبتلا هستند هرگز نباید داد و بیعت با ایشان نباید کرد و بغلو عام مغرور نباید بود و نه
بکرامات زیراکه اکثر غلو عام بسبب رسم است و امور رسمیه را بحقیقت اعتباری نیست و
کرامات فروشان این زمان همه الا ماشاء الله طلسمات و نیرنجات را کرامات دانسته اند تفصیل
این اجمال آنکه اشهر اصناف خرق از اشراف بر خواطر است و انکشاف واقعات آینده
و اشراف و کشف را طرق بسیار است از انجمله است باب ضمیر از علم نجوم و رمل نه پنداری که
حکم در نجوم موقوف است بر تسویه بیوت و رمل را زایچه در کار است ما تجربه کرده ایم که ماهر در فن
نجوم چون دانسته است که الحال کدام دقیقه است از دقائق روز از اینجا ذهن او منتقل میشود
بطالع و همه بیوت و مواضع کواکب در خاطر حل صورت می بندد گویا صفحه تسویه البیوت مقابل
او استاده است و همچنین ماهر در فن رمل گاهی در دل خود معین میکند که فلان انگشت را رکن الحیان
قرار داده ایم و فلان انگشت را فلان شکل و در ذهن صورت می بندد که ازین اشکال کدام
متولد می شود تا آنکه زایچه پیش او حاضر می شود و از انجمله باب کهانت بانواعها و آن فن بغایت
متسع است تارةً باحضار جن و تارةً بغیر آن و از انجمله باب طلسم که قوای کواکب را در صورتی
بند می کنند و از آن اشراف حاصل میشود و اعمال جوگ که بعضی ملاحظات جوگیه را خاصیتی تمام
است در اشراف و کشف من اراد تحقیق ذلک فلیرجع الی کتب هذه الفنون و همت بستن
بر کاری و بشکل مهیب بر آمدن و دل بر دل کسی داشتن و طالب را مسخر کردن همه از فنون سحر است
چند ملاحظه هستند که بآنکار میرسانند صلاح و فجور و سعادت و شقاوت و مقبول بودن یا

Contents

مرود بودن در یخها هیچ فرق پیدا نمی کنند و همچنین در تجدد شوق و قلق و سرایت این
حالت در جانهای منشا آن حدّت قوّة بهیمیه است لهذا هر که قوّة بهیمیه او قوی تر و حدّ او زیاده تر آری
این اعمال و این احوال بعض صالحان هم میکنند به نیتی از نیات نیک و اینقدر آنها را از کرامات
نمیگردانند کما لایخفی و بسیاری از ساده لوحان را دیده ایم که چون این اعمال را از شیخی فرا گرفته اند
آنرا همین کرامات میدانند چاره کار آنکه کتب حدیث مثل صحیح بخاری و مسلم و سنن
ابی داؤد و ترمذی و کتب فقه حنفیه و شافعیه را بخوانند و عمل بر ظاهر سنت پیش گیرند اگر حق سبحانه
در دل او شوقی صادق کرامت فرماید و طلب این راه غالب شود کتاب عوارف را از آداب
نماز و روزه و اذکار و معموری اوقات پیش گیرد و رسائل نقشبندیه را در طریق پیدا کردن یاد داشت
و این بزرگان این هر دو باب را بوجهی روشن نوشته اند که احتیاج به تلقین مشایخ
مرشدی نماند و چون کیفیت نور عبادت و نسبت یاد داشت حاصل شد بر آن مواظبت
نماید اگر درین فرصت عزیزی را دریابد که صحبت او مفتاح جذب است و تاثیر صحبت او در مردمان
در می گیرد با وی صحبت دارد تا آنکه حالت مطلوبه ملکه گردد و بعد از آن بگوشه بنشیند و بدان
ملکه مشغول باشد درین زمانه هیچ کس نیست الا ما شاء الله که من جمیع الوجوه کمال داشته
باشد اگر از یک وجه کمال دارد از وجه دیگر عاطل است پس همان کمال را باید حاصل کرد
و از چیزهای دیگر نظر باید پوشید خذ ما صفا و دع ما کدر نسبتهای صوفیه غنیمت کبری
است و رسوم ایشان هیچ نمی ارزد این سخن بر بسیاری گران خواهد بود اما مرا کاری [illegible]
فرمودند بر حسب آن می باید گفت در گفته زید و عمرو تعریج نمی باید کرد **وصیت دیگر**
باید دانست که میان ما و اهل زمان اختلافست صوفی منشان گویند که اصل مطلوب فنا و
بقا و استهلاک و انسلاخ است و مراعات معاشر و اقامت طاعات بدنیه که شرع بدان

بیرون آمدن از علائق دنیا

وارد شده برای آنست که هر کس آن اصل را نمی تواند بجا آورد و ما لا یدرک کله لا
یترک کله و متکلمان گویند که غیر از آنچه شرع بدان وارد شده چیزی مطلوب نیست و ما می
گوییم مطلوب باعتبار صورت نوعیهٔ انسان بجز شرع نیست و شارع بیان آن اصل فرموده برای
خاصه تفصیل این اجمال آنکه نوع انسان بوجهی مخلوق شده که جامع است میان قوه ملکیه و
بهیمیه و سعادت وی در تقویت ملکیه است و شقاوت وی در تقویت بهیمیه و بوجهی مخلوق
شده که نفس وی رنگهای اعمال و اخلاق قبول کند و در جذر خود در آرد و بعد موت
آنرا مستصحب سازد و مثل آنکه بدن کیفیات غذا را بر میدارد و با خود مستصحب میسازد و لهذا
بتخمه و حمی و غیر آن مبتلا می گردد و بوجهی مخلوق شده که می تواند لحوق بحظیرة القدس و تلقی الهام
از انجا کند و آنچه در حکم الهام است از تلقی سرور و بهجت اگر به نسبت آن ملائکه ملائمتی داشته
باشد و تلقی ضیق و وحشت اگر به نسبت ایشان منافرتی کسب نموده بود بالجمله چون نوع
انسان بوجهی مرتفع شده بود که اگر ایشان را بایشان گذارند امراض نفسانیه اکثر افراد را
الم رساند حضرت حق سبحانه بمحض فضل و کرم خود کارسازی ایشان کرد و برای ایشان تعیین راه
نجات نمود و ترجمان لسان غیب که حضرت پیغامبر است صلعم از ایشان بدیشان فرستاد تا نعمت
تمام شود و ربوبیتی که اول مقتضی ایجاد ایشان بود دیگر بار دست ایشان گرفته باشد پس صورة
نوعیه بلسان حال شرع را از مبدء فیاض دریوزه کرده و حکم آن لازم است جمیع افراد نوع را
بحکم سریان صورة نوعیه در ایشان و خصوصیة افراد را در انجاد دخلی نیست و فنا و بقا استهلاک
و غیر اینها مطلوب اند باعتبار خصوصیة افراد زیرا که بعض افراد آن در غایت علو و تجرد مخلوق می
شوند و خدا تعالی اینها را برای ایشان دلالت می فرماید و آن حکم نوامیس نیست بلکه لسان
حال این فرد از جهة خصوصیت فردیت تقاضای آن کرده و کلام شارع هرگز

بران معانی محمول نیست نه صریحاً و نه اشارةً آری قومی این مطالب را از کلام شارع فهمیده
اند مثل آنکه قصهٔ لیلی و مجنون شنود و هر سخنی را بر سرگذشت خود حمل نماید و آنرا از عرف ایشان
اعتبار گزینند یا بجمله افراط در مقدمات انسلاخ و استهلاک و مشغول شدن هر کس و
ناکس بان و آن عضال است در ملت مصطفویه خدا رحم کنا د کسی را که سعی در اخمال آنها کند
تو جیه بعضی استغنا و ات اصلی و اشته باشد هر چند این سخن بر بسیاری از صوفیه بار
و شوار خواهد بود اما مرا کاری فرموده اند بر حسب آن میگویم با زید و عمرو کاری نیست
و صیت دیگر آنکه در حق اصحاب آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم اعتقاد
نیک باید داشت و زبان بجز مناقب ایشان جاری نباید ساخت و درین مسئله دو صنف
خطا کرده اند قومی گمان میکنند که ایشان باهم سینه صاف بودند و هرگز مشاجرات
میان ایشان نگذشته و این وهم صرف است زیرا که نقل مستفیض شاهد است بر مشاجرات
ایشان و انکار این نقل مستفیض نمیتوان کرد و قومی چون این خبر با ایشان منسوب دیدند
زبان بطعن و لعن گشادند و در وادی هلاک افتادند و برین فقیر ریخته اند که اگرچه اصحاب
معصوم نبودند و از بعض عوام ایشان ممکن که چیزها بوجود آمده باشد که اگر از دیگران مثل آن بوجود
آید مورد طعن و جرح گردد اما ما مأموریم بکف لسان از مساوی ایشان و ممنوعیم از سب و طعن
ایشان تعبداً برای مصلحتی و آن مصلحت آن است که اگر فتح باب جرح در ایشان شود
روایت از حضرت پیغامبر صلی الله علیه وسلم منقطع گردد و در انقطاع روایت بر هم
خوردن ملت است و چون روایت از هر صحابی برداشته می شود و اکثر احادیث مستفیض
باشند و تکلیف امت بحجتی قائم گردد و جرح بعض در آن نقل خلل نکند این فقیر از روح پرفتوح
آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم سوال کرد که حضرت چه میفرمایند در باب شیعه که مدعی

محبت اہلبیت اند و صحابہ را بدمی گویند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنوعی از کلام روحانی القا
فرمود که مذهب ایشان باطل ست و بطلان مذهب ایشان از لفظ امام معلوم میشود
چون از انحالت افاقت دست داد در لفظ امام تامل کردم معلوم شد که امام باصطلاح
ایشان معصوم مفترض الطاعة منصوب للخلق ست و وحی باطنی در حق امام تجویز
می نمایند پس در حقیقت ختم نبوت را منکر اند گو بزبان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
را خاتم الانبیا می گفته باشند و چنانکه در حق اصحاب اعتقاد نیک باید داشت همچنان
در حق اہلبیت معتقد باید بود و صالحین ایشان را بمزید تعظیم تخصیص باید کرد و قد جعل اللہ
لکل شیئ قدرا این فقیر را معلوم شده ست که ائمه اثنا عشر رضی اللہ عنهم اقطاب
نسبتی بوده اند از نسبتها و رواج تصوف مقارن انقراض ایشان پیدا شد اما عقیده و شرع
را بجز از حدیث پیغامبر صلی اللہ علیه وسلم نتوان گرفت و قطبیة ایشان امریست باطنی
بتکلیف شرعی کار ندارد و نص و اشارهٔ هر یکی بر متاخر باعتبار همان قطبیة ست و امور
امامت که می گفتند راجع بهمان ست که بعض خلص یاران خود را بران مطلع میساختند پس
از زمانی قومی تعمق کردند و قول ایشان را بر محملی دیگر فرود آوردند والله المستعان **وصیت**
دیگر طریق تعلیم علم چنانکه بتجربه محقق شده آنست که نخست رسائل مختصر صرف و نحو
درس گویند سه نسخه از هر یکی یا چهار چهار بقدر ذهن طالب بعد ازان کتابی از
تاریخ یا حکمت عملی که بزبان عربی باشد آموزند و دران میان بر طریق تتبع کتب لغت
و برآوردن مشکل از جای آن مطلع سازند چون قدرت بزبان عربی یافت موطا
بروایت یحیی بن یحیی مصمودی بخوانانند و هرگز آنرا معطل نگذارند که اصل علم حدیث آ
و خواندن آن فیضها دارد و بار اسماع جمیع آن مسلسل ست بعد ازان قرآن عظیم درس گویند

سفت که صرف قرآن بخوانند بغیر تفسیر و ترجمه گویند و آنچه مشکل باشد در نحو یا در شان نزول
متوقف شود و بحث نماید و بعد فراغ از درس تفسیر جلالین بقدر درس بخوانند درین طریق
فیضها است بعد ازان در یکوقت کتب حدیث میخوانده باشد از صحیحین و غیر آنها و کتب
فقه و عقائد و سلوک و در یکوقت کتب دانشمندی مثل شرح ملا و قطبی و غیر آن الی
ما شاء الله و اگر میسر آید که مشکوة را یکروز بخوانند و روز دیگر شرح طیبی بقدر آنچه روز اول خوانده
است بخوانند بسیار نافع است (اگر ممکن باشد) وصیت دیگر ما مردم غریبیم که در دیار هندوستان
آبای ما بغربت افتاده اند و عربیت نسب و عربیت لسان هر دو فخر ما است که ما را به سید
اولین و آخرین و افضل انبیا و مرسلین و فخر موجودات علیه و علی آله الصلوات و
التسلیمات نزدیک می گرداند شکر این نعمت عظمی آنست که بقدر امکان عادات و رسوم
عرب اول که منشا آنحضرت است صلی الله علیه وسلم از دست ندهیم و رسوم عجم و عادات
هنود را در میان خود نگذاریم أَخْرَجَ الْبَغَوِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَمَّا بَعْدُ فَاتَّزِرُوا وَارْتَدُوا
وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَ
زِيَّ الْعَجَمِ وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ وَتَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشِنُوا وَاخْلَوْلِقُوا وَاقْطَعُوا الرُّكُبَ
وَانْزُوا نَزْوًا وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ وَفِي رِوَايَةٍ وَانْزُوا عَلَى ظُهُورِ الْخَيْلِ نَزْوًا یعنی چون عرب
برای جهاد باطراف عجم منتشر شدند حضرت عمر رضی الله عنه ترسیدند که رسم عجم را اختیار
کنند و رسم عرب را ترک نمایند پس بایشان نامه نوشتند که ازار بندید و چادر بپوشید و
نعل بپوشید و بگذارید موزه ها را و بگذارید شلوارها را و لازم گیرید لباس پدر خود اسمعیل
را و دور دارید از تنعم و هیئت عجم و لازم گیرید نشستن در آفتاب بر همیشه

برآئینه آفتاب حمام عرب است و بر رسم قوم معتاد باشید و درشت لباس باشید و سخت
گذران باشید و کهنه پوشی خو کنید و تناول کنید شتران را یعنی بگیرید و رام سازید و
جست کرده سوار شوید بر اسپان و تیر اندازید بر نشانها یکی از عادات شنیعهٔ هنود آنست
که چون شوهر زنی بمیرد نگذارند که آن زن شوهر دیگر کند و این عادت اصلا در عرب نبود
نه قبل از آنحضرت و نه در زمان آنحضرت و نه بعد آنحضرت صلی الله علیه وسلم خدا تعالی
رحمت کناد بر آنکس که این عادت شنیعه را مستأصل سازد و اگر ممکن نباشد که از عموم
ناس مرتفع شود در میان قوم خود اقامت این عادت عرب باید کرد و اگر این نیز ممکن نباشد
این عادت را قبیح باید دانست و بدل دشمن آن باید بود که ادنی مراتب نهی منکر همین
است و دیگر از عادات شنیعهٔ ما مردم آن است که مهر بسیاری معین کنند آنحضرت
صلی الله علیه وسلم که شرف ما در دین و دنیا با آنحضرت صلی الله علیه وسلم منتهی شود با اهل بیت
خود که بهترین مردم اند دوازده اوقیه و نشی مقرر فرموده اند و آن پانصد درم است
دیگر از عادات شنیعهٔ ما مردم اسراف است در افراح و رسوم بسیار دران مقرر کردن آنچه آنحضرت
صلی الله علیه وسلم در شادیها مقرر فرموده اند در شادی است ولیمه و عقیقه این هر دو را باید گرفت
و غیر آنرا باید گذاشت یا اهتمام والتزام آن نباید کرد و دیگر از عادات شنیعهٔ ما مردم اسراف است در
ماتمها و سوم و چهلم و ششماهی و فاتحهٔ سالینه و اینهمه را در عرب اول وجود نبود مصلحت آن است
که غیر تعزیت وارثان میت تا سه روز و اطعام ایشان یک شبانه روز رسمی نباشد و بعد
سه روز نساء قبیله جمع شوند و طیب و ثیاب نسائیت استعمال کنند و اگر
زوجه است بعد انقضای عدت قطع احداد نماید سعید از ما کسی است که بلسان عرب
و صرف و نحو و کتب ادب مناسبت پیدا کند و حدیث و قرآن را ادراک نماید و اشتغال

بکتب فارسیه وهندیه وعلم شعر ومعقول دهر چه ضرر دریه پیدا کرده اند وملاحظه تاریخها نی جزیات ملوک ومشاجرات اصحاب همه ضلالت در ضلالت است واگر رسم زمانه مقتضی اشتغال بآن گردد اینقدر خود ضرورست که این علم دنیا اند وازان متنفر باشند واستغفار وندامت کنند وما را لا بد است که بحرمین محترمین رویم و رو می خود را برآن آستانه ها مالیم سعادت ما این است وشقاوت ما در اعراض ازین وصیت در حدیث آمده است من ادرک منکم عیسی ابن مریم فلیقرء منی السلام این فقیر آرزو تمام دارد اگر ایام حضرت روح الله را دریابد اول کسیکه تبلیغ سلام کند من باشم واگر من آنزمانه در نیابم هرکسی که از اولاد یا اتباع این فقیر زمان بهجت نشان آنحضرت دریابد حرص تمام کند در تبلیغ سلام تا کتیبه آخره از کتائب محمدیه ما باشیم والسلام

على من اتبع الهدى

الحمد لله که این دو رساله نادره از تصنیفات حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی رحمة الله علیه که مطالعه اینها طالبان راه راست را ذکاوت و ذهانت طبع افزاید ومطالب معتبره اش کسانی را که بخلوص دلی وصدق قلبی برآن عمل نمایند باستفادهٔ دوجهانی رسانند فقیر حقیر مسیح الزمان ولد مولوی نور محمد مرحوم بنظر نفع رسانی برادران اهل ایمان طبع نموده قیمتش برای تسهیل خریداران وشائقان که ملاقات ظاهری از فقیر ندارند در هر جا که خرید نمایند نیم آنه مقرر ساخت وبرای آنها که ازین فقیر واقفیت دارند نوعی در مثل اینچنین رسائل وغیره وکتب صوفیه حاجت ادای قیمت نیست وبالله التوفیق فقط

Contents

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (২৫/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ'আত হ'তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়'এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (২৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (২৫/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৫০.** শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনা সমূহ (৩০/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

Contents

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো'আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২৫/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: - ঐ (২০/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) - ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ১৪টি।